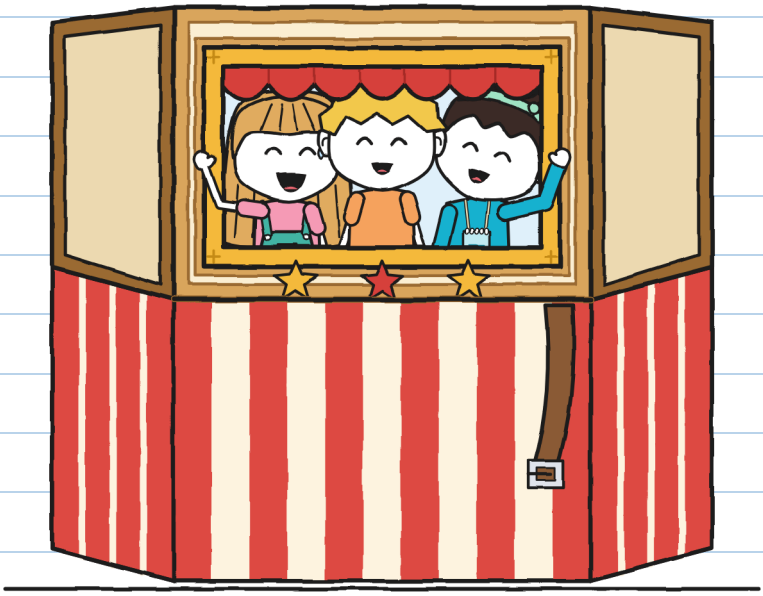
অসম্ভব ডেলিভারি · ৬

একটা জায়গা তিনজনের

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ L
উন্নত স্তর · ১১+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬
একটা জায়গা তিনজনের

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ L · উন্নত স্তর · ১১+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

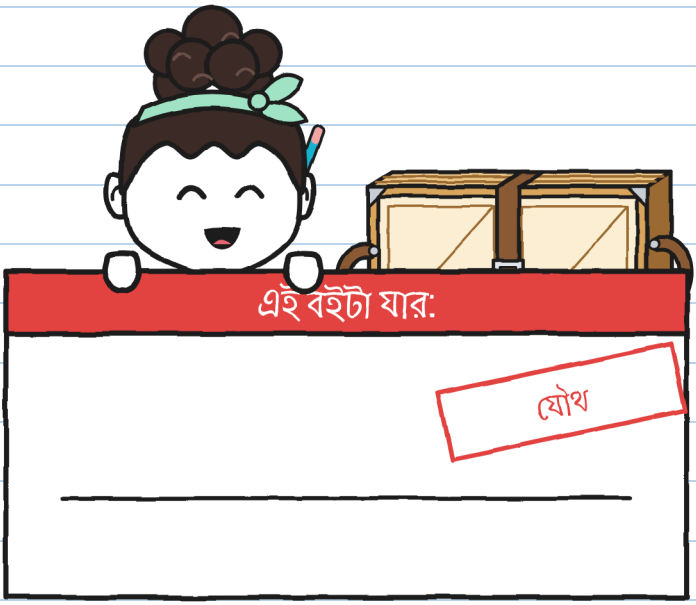
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের ষষ্ঠ বই। আগের বইগুলো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”, “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”, “ফেরত, দয়া করে”, “এখানে নয়, টুকরো!” আর “একটা কেক দুজনের”।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এটা তিনজনে বয়। আমি হাতল বেছে নিয়েছি। -হু.



যৌথ। এঁটে যাই। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ো।

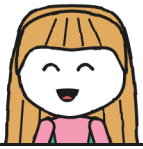
শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের ড্রাগন নেই, আর পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের স্থানান্তরের জন্য ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। মাপে সেন্টিমিটারে। এই সপ্তাহে আরেকটা জিনিসও গোনে।



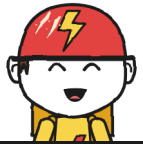
লুলিতা। পথ চেনে। বুঝিয়ে বলাটা অন্য ব্যাপার।



নোয়া। লুলিতার অনেক আগের বন্ধু। মাপে পা ফেলে: পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।



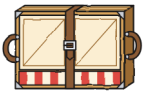
ইরেনে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ চালান। কোন দিকে বলেন না: বলেন "থামো"।



তোনিও। বিজলির আর দোকানের। সময় ধরে, মতামত দেয় না। প্রায়।



মারা। পার্সেল ধার দেন। বাক্সটা ছাড়েন না।



৬ নম্বর। একটা থিয়েটার, যা একটা বাক্সে এঁটে যায়। বেল্টটা কেউ না ধরলে যেদিকে খুশি খুলে যায়।



র. প্রেরক। এবার একটা ইনভেন্টরিতে একটা লাইন রেখে গেছেন।

ডেলিভারির খাতা ৬
গুনির

যৌথ।



৫ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছিল একটা গোল ডায়ালে দুটো কাঁটা নিয়ে। এটা কমলা রঙের, ম্যান্ডারিন কমলার মতো, আর এতেও দোকানের সিলমোহর আছে।

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

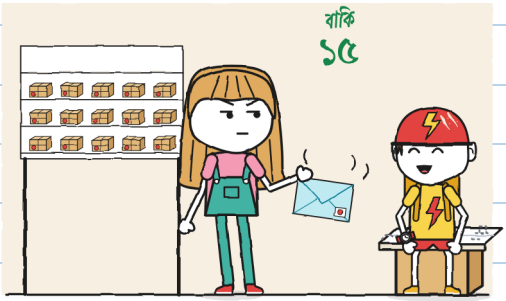
প্রথম পাতাটা আমি আমার হাতের লেখায় ভাগ করে নিয়েছি। -হু.

অধ্যায় ১

তিনজন কেন লাগে?

সোমবার স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি, হুলিতা কাউন্টারে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, হাতে একটা খাম। সবুজও নয়, নীলও নয়। ফিরোজা রঙের, আর বন্ধ।

"ডাকপিয়ন দিয়ে গেছে। লেখা আছে 'অসম্ভব ডেলিভারি দোকান'। অনেকক্ষণ ধরে খুলিনি।"
"কতক্ষণ?"
"আটাশ মিনিট," তোনিও নিজের বাক্স থেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। "পাড়ার রেকর্ড।"

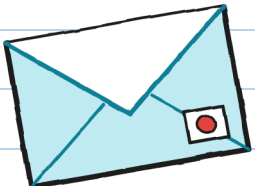


ওটা আমার ছিল না। যে খাম আমার নয়, তার ওজন তিনগুণ। -হু.

মারা নখ দিয়ে খামটা খুললেন।

আমি ইরেনে, পাড়ার কমিউনিটি সেন্টারের থিয়েটার ওয়ার্কশপের দায়িত্বে আছি।
ইনভেন্টরি হালনাগাদ করতে গিয়ে একটা লাইন পেয়েছি:
"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার: পাওয়া মুলতুবি"।
ওটা কি আপনাদের কাছে আছে?
শনিবার ৩১ তারিখ পাড়ার প্রতিযোগিতা।
ছোট থিয়েটারটা ভাঁজ করা অবস্থায় আমাদের উঠোনে পৌঁছালে,
আর তিনজনের একটা দল ওটা বয়ে আনলে, আমি সেখানেই সই করে দেব।
নোয়ার দলে তিনজনের জায়গা আছে, আর এখন শুধু ও-ই আছে।

হুলিতা: আমি! এখন আমি থিয়েটার করি।
পার্সেল বোঝে এমন কাউকে সঙ্গে এনো। -নোয়া



"পার্সেল বোঝে এমন কেউ।" সেটা আমি। "পার্সেল" কথাটা আমার ভালো লাগল। "কেউ" কথাটা, কম।

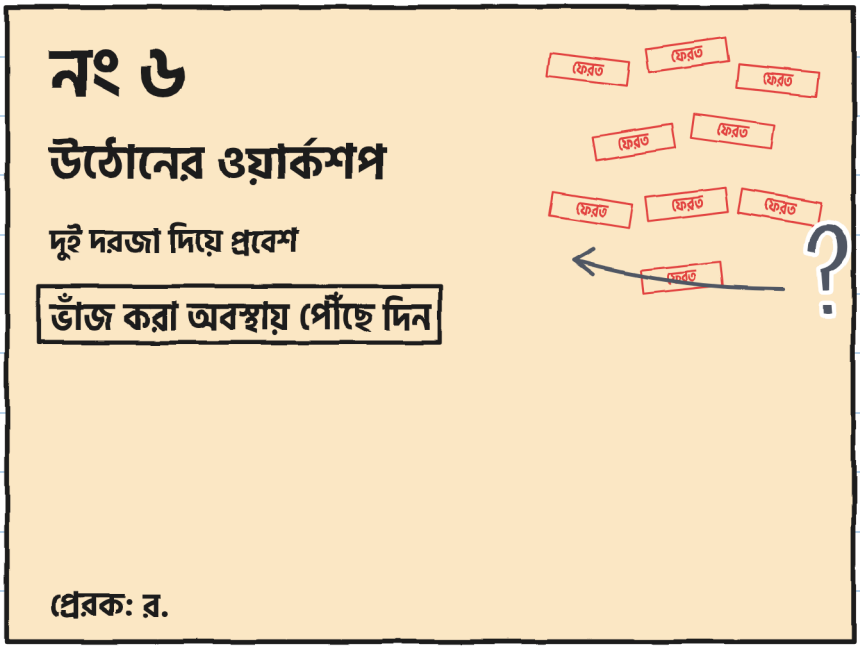
পাঁচটায় ওরা দুজন এল। ইরেনের হাতে একটা ফাইল, গায়ে অনেক পকেটওয়ালা একটা ভেস্ট, আর গলায় ঝোলানো একটা হুইসেল। নোয়ার গলায় দড়িতে ঝোলানো একটা নোটবই, আর কানের পেছনে একটা ফিরোজা পেনসিল।

হুলিতা আর নোয়া এতক্ষণ জড়াজড়ি করে রইল যে আমি সময় মেপে ফেললাম: এগারো সেকেন্ড। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, খাতা হাতে। খাতা এই কাজেও লাগে: হাতে কিছু ধরে রাখার জন্য।

"এ গুনি," হুলিতা বলল। "পার্সেল বোঝে।"
"হ্যালো, পার্সেল-বোঝা গুনি," নোয়া বলল। আর আমার নামটা নিজের নোটবইয়ে লিখে নিল।



মারা নীল টুলে উঠে তাক থেকে ৬ নম্বরটা নামালেন। সবগুলোর মতোই একটা বাক্স।



"নয়টা সিলমোহর," হুলিতা বলল।
"'দুই দরজা'," নোয়া পড়ে বলল। "কোন দুটো দরজা?"

ইরেনে জানতেন না। মারাও না। আমি একটা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে লিখে রাখলাম।

"আমি এটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "সোমবার দরজা খুলত সেলাইয়ের দল। বুধবার, কোরাস। শুক্রবার, দাবা। 'ওয়ার্কশপ? এখানে নয়।' একটা ওয়ার্কশপের জন্য কেউ সই করত না।"
"থিয়েটার মহড়া দেয় উঠোনে," ইরেনে বললেন। "আর উঠোনে কলিং বেল নেই।"

উনি ফাইল খুলে মারাকে সেন্টারের একটা সিল-দেওয়া কাগজ দেখালেন।

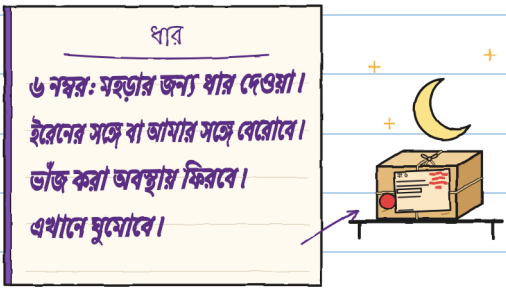
"এখন রেজিস্টারে আছে: 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ। দায়িত্বে: ইরেনে'। একটা ওয়ার্কশপের জন্য এখন কেউ সই করে।"

মারার নয়টা চেষ্টা



"এখন যখন সই করার লোক আছে, মারা ওটা নিজের বাক্সে করেই নিয়ে যান না কেন, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমার বাক্সে আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "এখন শর্ত ঠিক করবেন যিনি গ্রহণ করছেন।"
"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার তো চত্বরে চত্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য," ইরেনে বললেন। "আমি দেখতে চাই, আমার ছেলেমেয়েরা ওটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে কি না। না পারলে ওটা আমার কাজে লাগবে না। আর যা আমার কাজে লাগে না, তাতে আমি সই করি না।"

"এটা আমি আগেও শুনেছি, একটা বেকারিতে," মারা বললেন। আর তাঁর বইয়ে শর্তগুলো লিখে নিলেন। লেবেল থাকবে বাক্সে, আর বাক্স মারার কাছে।

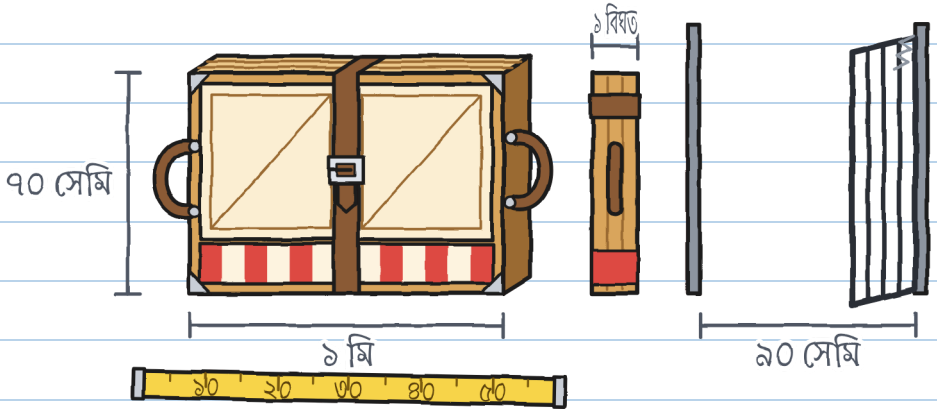


ও যদি নিজের তাকেই ঘুমোয়, ভোরে ফিরে যাওয়ার মতো কোথাও থাকে না। তাই নয়টা সিলমোহরেই থেকে যায়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। -হু.

মঙ্গলবার আমরা কমিউনিটি সেন্টারের উঠোনে গেলাম। ফুটপাত থেকে ঢুকতে হয় একটা লোহার ফটক দিয়ে, যেটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মারা বাক্স টা মাটিতে রেখে ঢাকনা খুললেন। বেরোতেই ছোট থিয়েটারটা বড় হয়ে উঠল, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো। আমি আর ভয় পাই না: ফিতে বের করি।

৬ নম্বরের মাপ

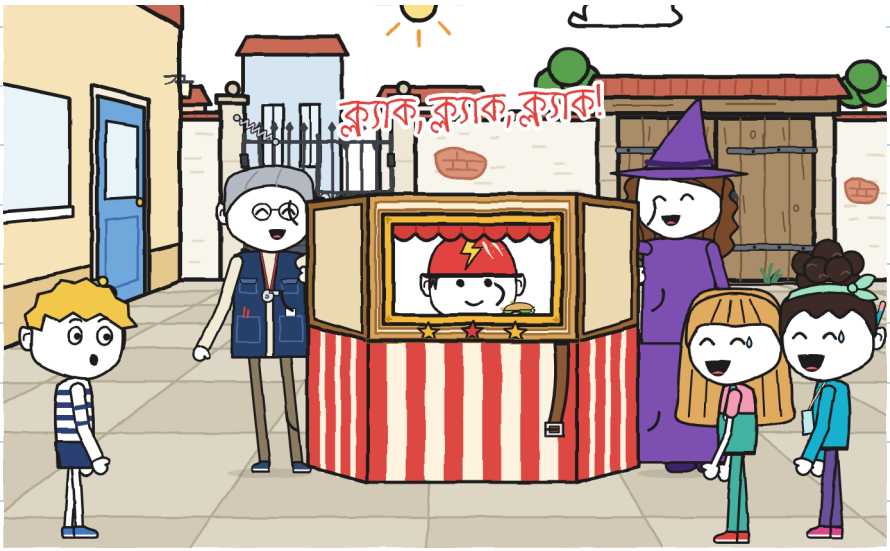


কাত করে ধরলে ফটক দিয়ে ঢুকে যেত। সেটাই ছিল সহজ কাজ।

সবার আগে ইরেনে দেখতে চাইলেন ওটা আস্ত আছে কি না। বেল্টটা খুলে গাঁটরিটা ঘুরিয়ে ধরলেন। প্যানেলগুলো নিজের ভারে নিজে থেকে খুলে গেল: ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক। তিনদিকে দেয়াল, একটা ছোট পর্দা আর পেছনের প্যানেলে ফ্রেমওয়ালা একটা জানালা, এমন একটা মঞ্চ।

জানালা দিয়ে দেখা গেল তোনিওকে, হাতে একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে ওখান দিয়ে যাচ্ছে। মুখ ভর্তি। শুভেচ্ছা জানাতে পারল না।

"আস্ত আছে," ইরেনে বললেন। "ওয়ার্কশপের নিয়ম: হাত থাকবে হাতলে। কবজায় কখনও নয়। আর বাঁক নেওয়ার সময় কেউ একজন বেল্টটা ধরে থাকবে।"



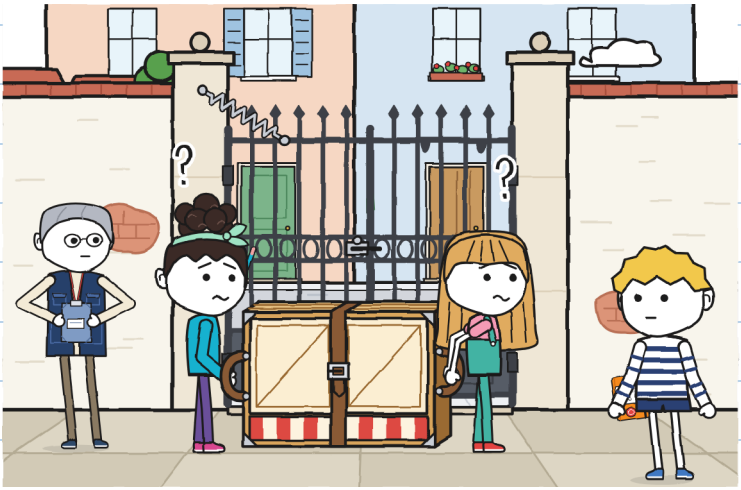
ইরেনে আর মারা ওটা ভাঁজ করে বেল্ট এঁটে দিলেন।

"আমরা চেষ্টা করি," হুলিতা বলল। নোয়া ততক্ষণে অন্য হাতলে।

তিন গুনে ওরা ওটা তুলল। পারল। উঠোনে একটা পাক দিল। ফটক পর্যন্ত গেল। ফটক বন্ধ ছিল।

হুলিতা ফটকটার দিকে তাকাল। নোয়াও তাকাল। ওদের চারটে হাত, আর চারটেই ব্যস্ত।

আমি দুই মিটার দূরে ছিলাম, আমার দুটো হাতই খালি, আর একটা খাতা।



আমি পিঠ দিয়ে ফটকটা ধরে রাখলাম। ওরা পেরোল। ইরেনে ফাইলে কিছু একটা লিখলেন।

সেই বিকেলে আমি এই খাতার যন্ত্রটা বানালাম।

তিনজনের মিটার

প্রতিটা অংশে কে কী করে

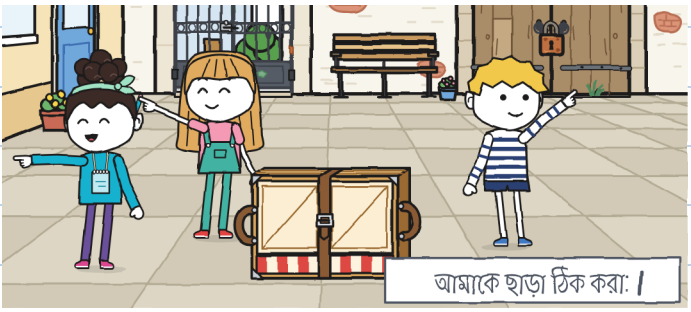
	বওয়া	দিক দেখানো	পথ করে দেওয়া
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি

দুটো নাম বারবার আর একটা ঘর ফাঁকা: পার হওয়া যায় না। ঘরটা ভরা থাকলে, যায়।

আর আরেকটা জিনিসও লিখে রাখলাম, আরও ছোট: "ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে"।

লেবেলটা বোঝা তখনও বাকি।
"দুই দরজা মানে ফটকের দুটো পাল্লা," হুলিতা বলল।
"দুটোই খুলতে হবে," নোয়া বলল।
"আগে বাইরে থেকে পাঁচিলটা মেপে দেখতে পারি," আমি বললাম।
আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। হুলিতা, ফটক। নোয়া, ওয়ার্কশপের ঘর। আমি, রাস্তা।
"পরে," ওরা দুজন বলল।

আমি একাই গেলাম। পাঁচিলটা ঘুরে একটা জিনিস পেলাম। ফিরে এসে দেখি, ওরা এমন কিছু নিয়ে হাসছে, যা ঘটেছিল আমি পাড়ায় আসার আগে। আমি মুখ খুললাম।
"ঠিক হয়ে গেছে, গুনি," হুলিতা বলল। "দুটো পাল্লা।"
আমি মুখ বন্ধ করলাম। আর খাতাও।



ওই দাগটা আমি দুদিন পরে দেখেছি। ওটা আমার ছিল। -হু.

অধ্যায় ২

কে পথ চেনে?

বুধবার ছিল প্রথম যাত্রা: দোকান থেকে উঠোন, রাস্তা দিয়ে। আমি যখন পৌঁছালাম, মিটার আগেই ভরা হয়ে গেছে। সবুজে।

"তুমি আর নোয়া বইবে," হুলিতা বলল। "আমি দিক দেখাব, কারণ আমি পথ জানি। আর সামনে আমিই যাচ্ছি বলে পথ করে দেব।"
"আসতে আসতেই আমরা ভেবে নিয়েছি," নোয়া বলল।

সবুজে লেখা মোছে না। দ্বিতীয় দাগ।

তিনজনের মিটার

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি
দোকান → উঠোন	*গুনি আর নোয়া*	*হুলিতা*	*হুলিতা*



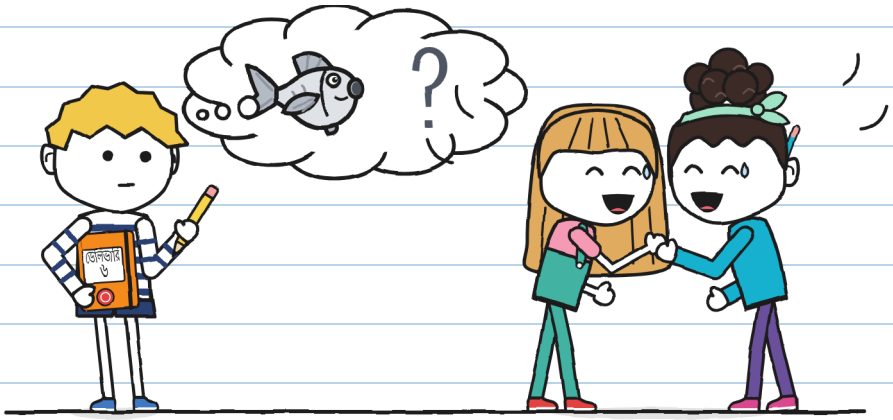
আমাকে ছাড়া ঠিক করা: ||

"বেরোনোর আগে একটা নকশা বানাতে পারি," আমি বললাম।
"বাঁকগুলো নম্বর দিয়ে।"
"নকশা লাগবে না," হুলিতা বলল। "খোঁড়া মাছ পর্যন্ত
পুরোটাই সোজা।"

নোয়া হেসে ফেলল। হুলিতাও।

"কোন মাছ?"
"খোঁড়া মাছ মানে খোঁড়া মাছ," নোয়া বলল।
"সে অনেক লম্বা গল্প," হুলিতা বলল।
"আর খুব ভালো," নোয়া বলল।

আমাকে ওরা বলল না। তৃতীয় দাগ।



মারা দোকানের দরজায় বাক্স থেকে ছোট থিয়েটারটা বের করলেন। নোয়া বেল্টটা প্রথম ফুটোয় আটকাল।

"এভাবে পোঁছে আমরা তাড়াতাড়ি খুলতে পারব।"

আমি সামনে ছিলাম, নোয়া পেছনে। সামনে থেকে রাস্তা দেখা যায়। পেছনে শুধু ছোট থিয়েটারটাই দেখা যায়। ইরেনে আসছিলেন সবার শেষে, ফাইল আর হুইসেল নিয়ে। কোন দিকে যেতে হবে বলছিলেন না। ফুটপাতের ধাপ এলে বলছিলেন "থামো"।

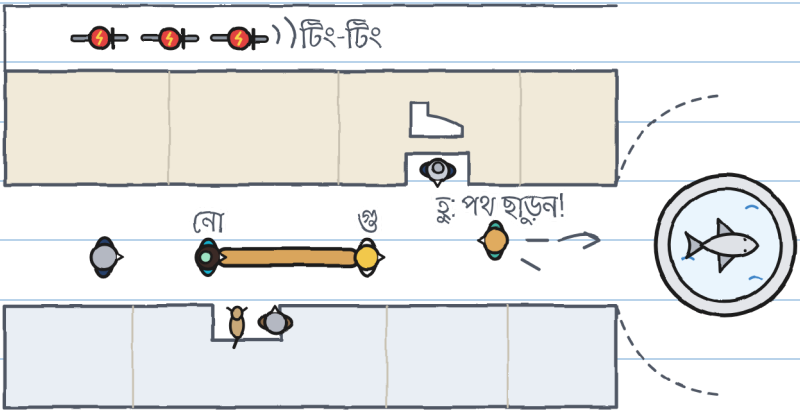


ঝুলিতা দারুণ পথ করে দিচ্ছিল।

"পথ ছাড়ুন, একটা থিয়েটার যাচ্ছে!"

জুতোর দোকানের মালকিন দেখার জন্য দরজায় বেরিয়ে এলেন। কুকুর নিয়ে এক ভদ্রলোক একটা সদর দরজার আড়ালে অপেক্ষা করলেন। অনেক দূরে, পাড়ার ওপাশে, একটা ঘণ্টি বাজল। টিং-টিং।

"বিজলি ওদের প্রতিযোগিতার মহড়া দিচ্ছে," নোয়া বলল। "ওরা যাচ্ছে সাইকেলে, একটা খাম নিয়ে। আমরা যাচ্ছি পায়ে হেঁটে, এটা নিয়ে।"
"এটা নিয়ে ছোটা যায় না," ইরেনে বললেন।

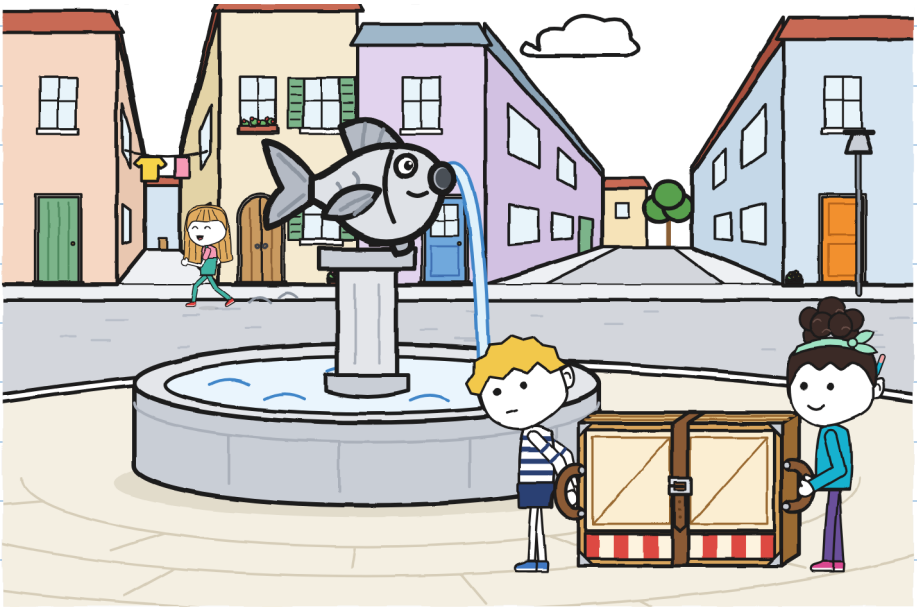


আমরা ফোয়ারার চত্বরে পৌঁছালাম। হুলিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশটা চেঁচিয়ে দিল আর সেন্টারের দিকে দৌড় দিল, ফটক ধরে রাখতে রাখতে যাওয়ার জন্য।

"খোঁড়া মাছ পর্যন্ত, তারপর বাঁক!"

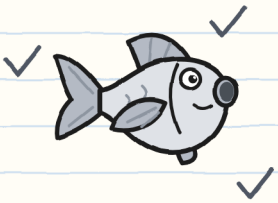
আর ও নেই।

ফোয়ারার মাঝখানে একটা পাথরের মাছ আছে। আমি ভালো করে দেখলাম। আমার দিক থেকে ওর সব পাখনাই ছিল।

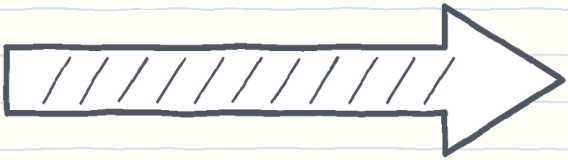


আমি তাড়াতাড়ি ভাবলাম, যেটা আমার কাজ নয়।

ফোয়ারার মাছ: পাখনা দেখা যাচ্ছে, সবগুলো।
খোঁড়া নয়।
অন্য কোনো মাছ থাকবে।



বাঁক: কোন দিকে?
বাঁয়ে, সরু রাস্তা।
ডানে, চওড়া রাস্তা।
ছোট থিয়েটার চওড়া দিক দিয়ে ভালো যায়।



"এখনই বাঁক নেব?" আমি পেছনের দিকে জিজ্ঞেস করলাম।
"খোঁড়া মাছের কাছে!" ছোট থিয়েটারের পেছন থেকে নোয়া বলল।

আমি অন্য মাছটা খুঁজতে থাকলাম। ছিল না। আমি ডানে বাঁক নিলাম।

কেউ বলল না "বাঁক"। কেউ বেল্টটা ধরল না। প্রথম ফুটোয় বকলস বেশিক্ষণ টেকে না।
ক্ল্যাক। ক্ল্যাক। ক্ল্যাক।

প্যানেলগুলো ধীরে ধীরে খুলে গেল, একটার পর একটা, নোয়াকে ঘিরে। ইরেনে হুইসেল বাজালেন। আওয়াজ থামলে দেখা গেল, রাস্তার মাঝখানে একটা থিয়েটার। আর থিয়েটারের ভেতরে, নোয়া।
"হ্যালো," জানালা দিয়ে ও বলল।

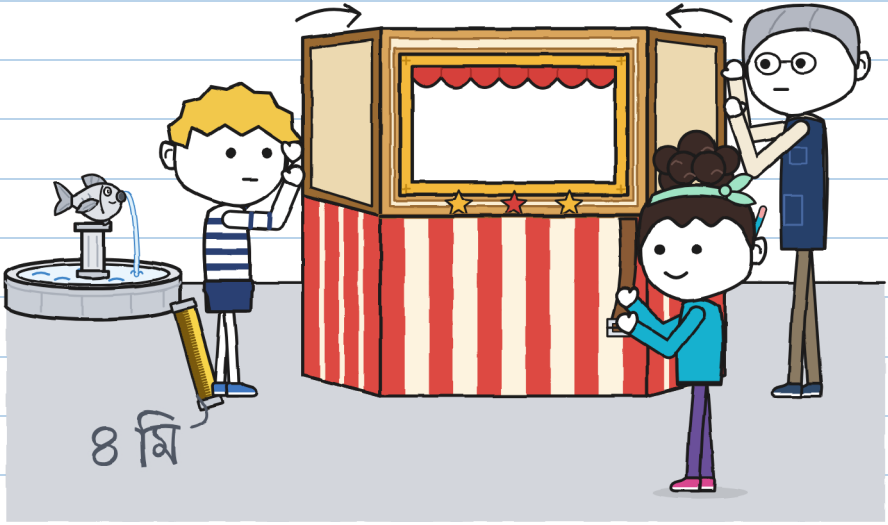


ইরেনে নোয়ার হাত দুটো দেখলেন। তারপর আমারগুলো। সবগুলো আস্ত ছিল: প্যানেল হালকা, আর খোলেও ধীরে।

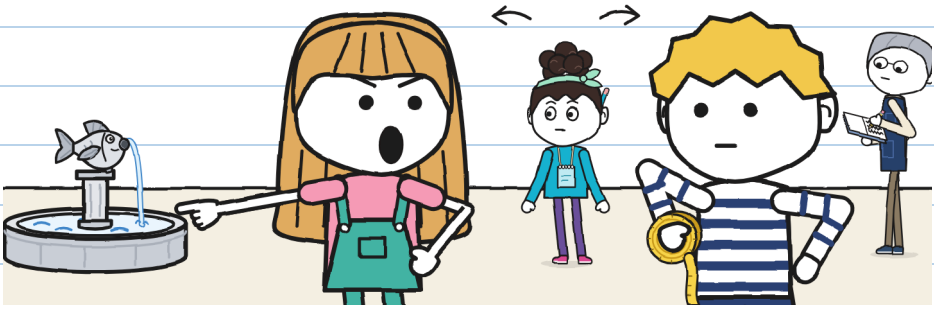
"কে দিক দেখাচ্ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ উত্তর দিল না। যে দিক দেখাচ্ছিল, সে তখন দুটো রাস্তা পেরিয়ে একটা ফটক ধরে রাখছিল।

আমরা ইরেনে আর আমি ওটা ভাঁজ করলাম, হাত দুটো পাশের দণ্ডে রেখে। এর মধ্যে আমি মাপলাম: আমার পা থেকে ফোয়ারা, চার মিটার।



হুলিতা দৌড়ে ফিরে এল।
"কিন্তু ওটা তো খোঁড়া মাছের কাছে ছিল!"
"কোন খোঁড়া মাছ?"
"ওই যে!" — ও ফোয়ারাটা দেখাল — "বাঁয়ে। যেমন সবসময়।"
"'সবসময়' মানে আমি আসার আগে।"
হুলিতা ইরেনের দিকে ঘুরল।
"গুনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।"
আমি হারাইনি। আমি ঠিক জানতাম আমি কোথায়: ফোয়ারা থেকে চার মিটার দূরে। এইমাত্র মেপেছি।
এটাও ওরা আমাকে ছাড়াই ঠিক করল। চতুর্থ দাগ।



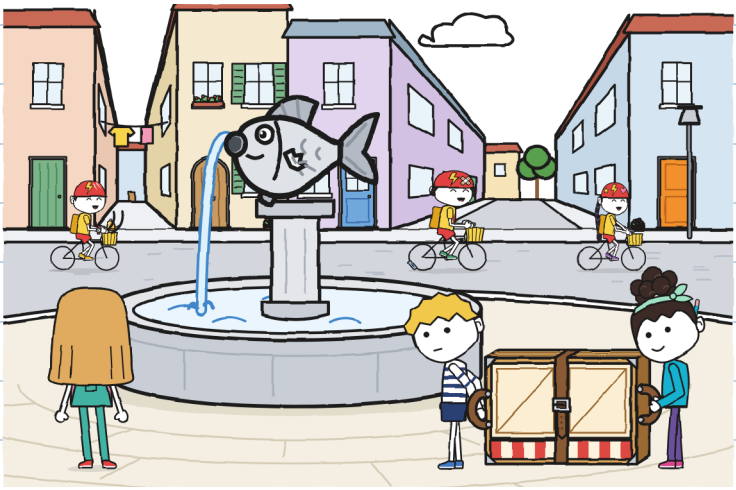
আমি এটা জোরে বলেছি, আর লোকের সামনে। আমি জানি। -হু.

ওরা আমাকে মাছটার অন্য দিক দেখাল। ওর একটা পাখনা নেই, বাঁ দিকেরটা। দেখতে হলে আগে জানতে হয় যে ওটা নেই।

আমরা বাঁকটা আবার করলাম। প্রথমবার আমি "বাঁক" বললাম খুব আগে। দ্বিতীয়বার, খুব দেরিতে। তৃতীয়বার বাঁকটা হলো, কিন্তু কেউ কথা বলছিল না।

তখন রাস্তা দিয়ে বিজলি গেল: জোয়ে, ব্রুনো আর তোনিও, এক লাইনে, হাত হ্যান্ডেলে। মোড়ে টিং-টিং। ব্রেক না করে, কেউ কাউকে না ছুঁয়ে ওরা ফোয়ারা ঘুরে গেল।

"প্রথম স্টেশন, একবারেই," যেতে যেতে তোনিও বলল।



আমরা প্রায় রাত করে উঠোনে পৌঁছালাম। মারা ছোট থিয়েটারটা নিজের বাক্সে রেখে দোকানে নিয়ে গেলেন।

আমি আজকের হিসেবটা মিটারে লিখলাম। তিনটে ঘরেই নাম ছিল, তবু রাস্তায় একটা থিয়েটার খুলে গিয়েছিল। মিটারে কিছু একটা কম ছিল। কী, বুঝতে পারলাম না।

তিনজনের মিটার

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	
দোকান → উঠোন	*গুনি আর নোয়া*	*হুলিতা*	*হুলিতা*	
দোকান → ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	খুলে গেল · ৩ বার আবার করা

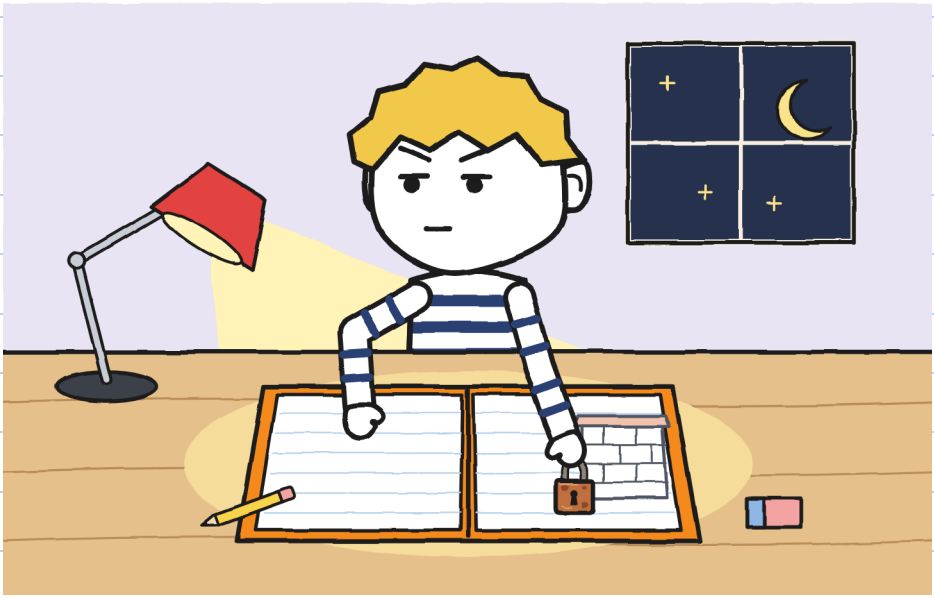
?

ওই লাইনে আমার নাম দুবার আছে। আর আমি দুটোর একটাতেও ছিলাম না। -হু.

বাড়িতে আমি শেষ পাতায় এঁকে ফেললাম মঙ্গলবার পাঁচিলের পেছনে যা পেয়েছিলাম। একা থাকলেও হাত দিয়ে ঢেকে রাখলাম।

ভাবলাম: "কাল ওরা আবার ভুল করবে। তখন আমি বের করব"।

পরিকল্পনাটা আমার ভালোই মনে হলো। সময়ও ঠিক করা ছিল।



এই পাতাটা আমি বৃহস্পতিবার পড়েছি। ভালো লাগেনি। বুধবারের আমারটাও না। -হু.

অধ্যায় ৩

গুনির নকশাটা কি কাজে লাগে?

সেই রাতে আমি পুরো নকশাটা বানালাম। ওপর থেকে দেখা উঠোন, মাপা পাঁচিল, ফটক, ফোয়ারা, তিনটে অংশ। আর পেছনে, মঙ্গলবারের জিনিসটা।

দারুণ একটা নকশা হলো। ওটা চার ভাঁজ করে খাতার ভেতরে রেখে দিলাম।



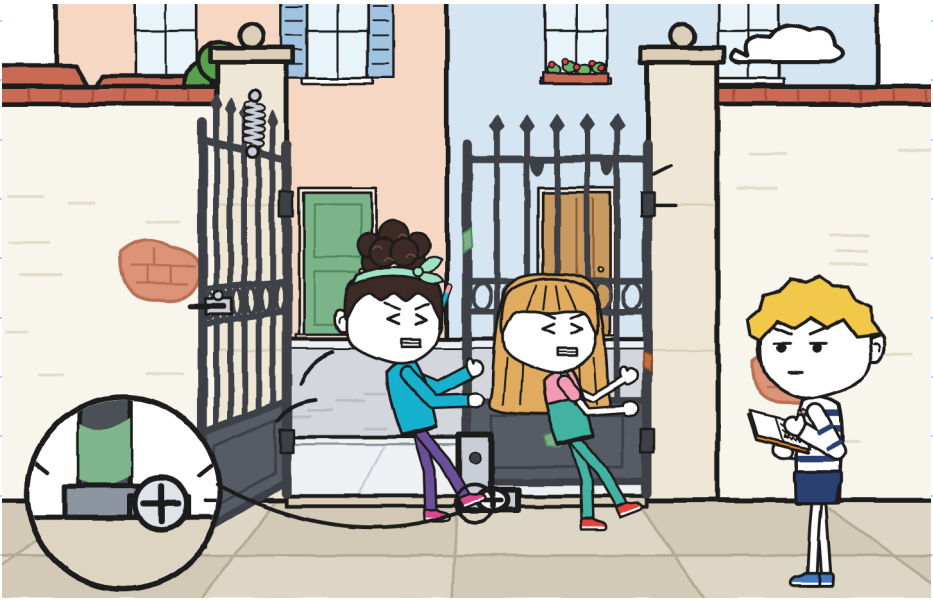
বৃহস্পতিবার দোকানে নোয়া গুনছিল।
"দরজা থেকে ফুটপাতের ধাপ, ছয় পা। ফুটপাতের ধাপ থেকে রাস্তার বাতি, এগারো।"
"এটা তো ফিতে দিয়ে মাপে," আমি বললাম।
"আমি মাপি পা ফেলে। পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।"

ওর একটা পা মাপলাম: আটান্ন সেন্টিমিটার। ও নোটবইয়ে লিখে রাখল। আমি আমার খাতায়। হুলিতা আমাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন দুটো ঘড়ি একই সময় দেখাচ্ছে।
আমি ভেবেছিলাম নোয়া আরেকজন হুলিতা হবে। ও তা নয়।
নোয়া গোনে।



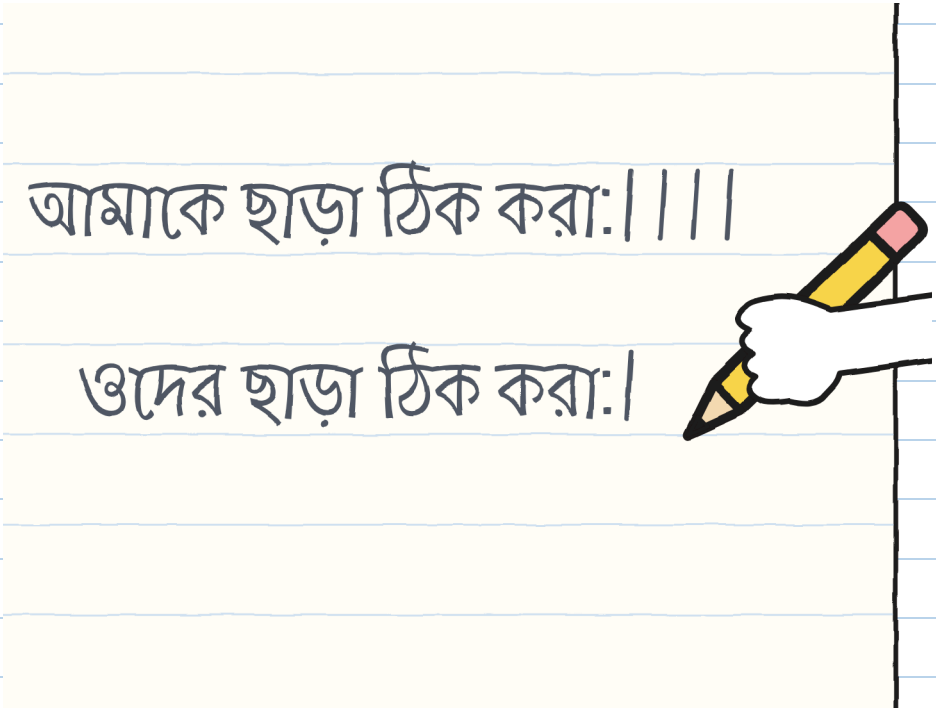
আমরা ইরেনের সঙ্গে উঠোনে গেলাম। হুলিতা আর নোয়া নিজেদের বুদ্ধিটা পরখ করতে চাইছিল: ফটকের দুটো পাল্লাই খোলা। প্রথম পাল্লাটা নিজে থেকে খোলে আর বন্ধ হয়। দ্বিতীয়টা খুলল না। ওটায় রঙের ওপর রং, আর মাটিতে একটা স্ক্রু পড়ে আছে।

"তাহলে লেবেলটাই ভুল," হুলিতা বলল।
"নিশ্চয়ই," নোয়া বলল।
দুই সেকেন্ডে ওরা ঠিক করে ফেলল। আমি দাগের জন্য পেনসিল বের করলাম। সেটা ছিল পঞ্চম।



আমি দিলাম না।

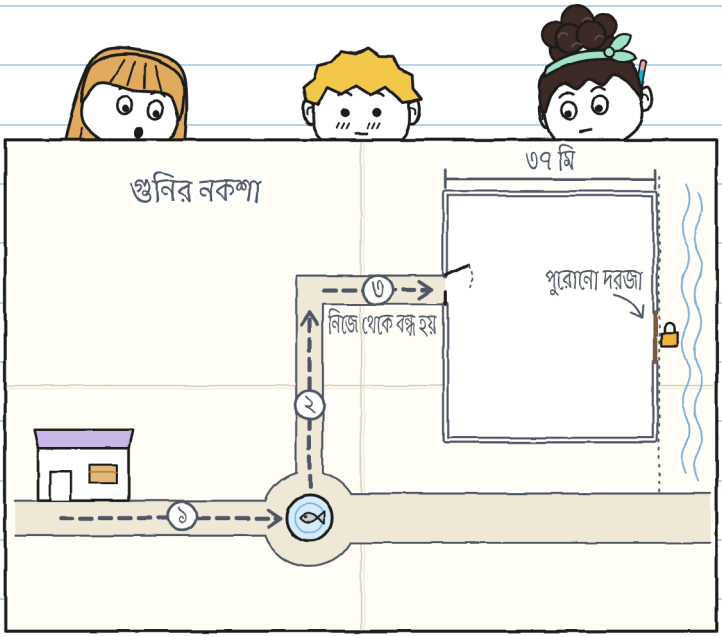
আমি দাগগুলোর সারির দিকে তাকালাম। একটা কম ছিল। মঙ্গলবার পাঁচিলের পেছনে আমিও কাউকে না জিজ্ঞেস করে একটা কথা ঠিক করেছিলাম: চুপ থাকব।



“লেবেলটা ভুল নয়,” আমি বললাম। আমি যতটা ভেবেছিলাম, গলাটা তার চেয়ে চড়ে গেল। “উঠোনের আরেকটা দরজা আছে। পেছনে, খালের পাশের গলিতে। পুরোনো, আর তালা দেওয়া। আমি ওটা মঙ্গলবার পেয়েছি।”

আমি নকশাটা বের করে ছোট থিয়েটারের ওপর মেলে ধরলাম।

“মঙ্গলবার?” হুলিতা বলল।
“মঙ্গলবার। পরে ঠিক প্রমাণ করব বলে ওটা তুলে রেখেছিলাম।”



কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না। আমি মেপে দেখলাম: লম্বা সময়।
"ঠিক আছে," নোয়া বলল। আর দরজাটা নিজের ম্যাপে এঁকে নিল।
হুলিতা "ঠিক আছে" বলল না। ও একটা পা নাড়াচ্ছিল।
"গতকাল এটা জানা থাকলে খুব ভালো হতো।"
"হ্যাঁ।"

উঠোনে কোনো কোণ নেই। আমি খুঁজলামও না। নকশা খোলা অবস্থায় যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

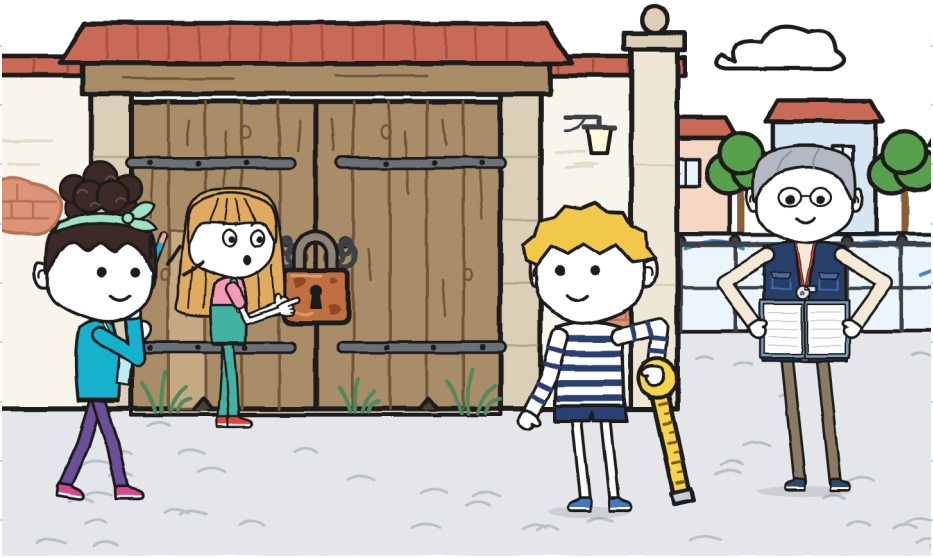


আমি "ঠিক আছে" বলিনি, কারণ তখনও ওটা সত্যি ছিল না। -হু.

আমরা তিনজন ইরেনের সঙ্গে দরজাটা দেখতে গেলাম। নোয়া পাঁচিল গুনল: চৌষট্টি পা। আমার কাছে আগেই ছিল: সাঁইত্রিশ মিটার। একই এল।

পুরোনো দরজাটা কাঠের, দুটো পাল্লার, এক দৈত্যের খাটের মতো চওড়া। তালাটায় তালার চেয়ে মরচে বেশি।

"অনেক বছর ধরে বন্ধ," ইরেনে বললেন। "আমি তো সবসময় এভাবেই দেখেছি।"



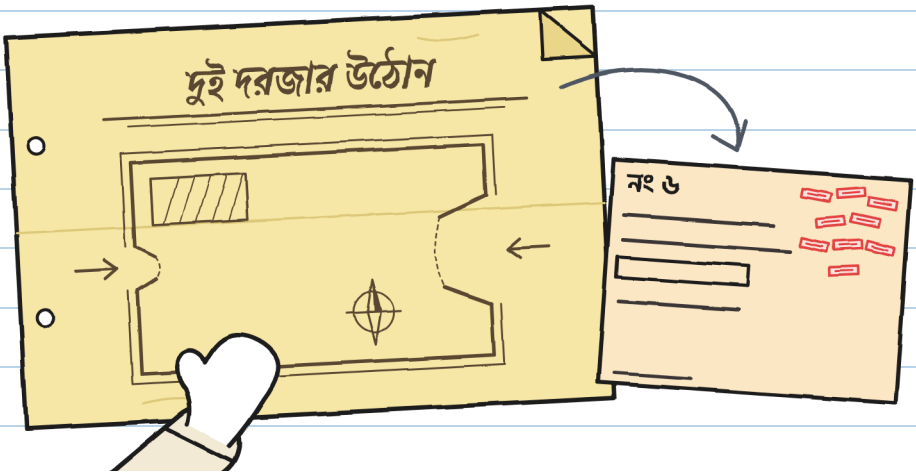
ইরেনে সেন্টারের রেজিস্টারে খুঁজতে খুঁজতে একটা হলুদ পাতায় পৌঁছালেন।

"এই তো। এই দরজা যখন চালু ছিল, উঠোনে ঢোকা যেত দুই জায়গা দিয়ে: ফটক দিয়ে বা এখান দিয়ে। লোকে বলত 'দুই দরজার উঠোন'। আর সব দলের মধ্যে শুধু থিয়েটার উঠোনে মহড়া দেয়।"

"তাহলে লেবেলটা ধাঁধা নয়," নোয়া বলল।

"এটা একটা ঠিকানা," আমি বললাম।

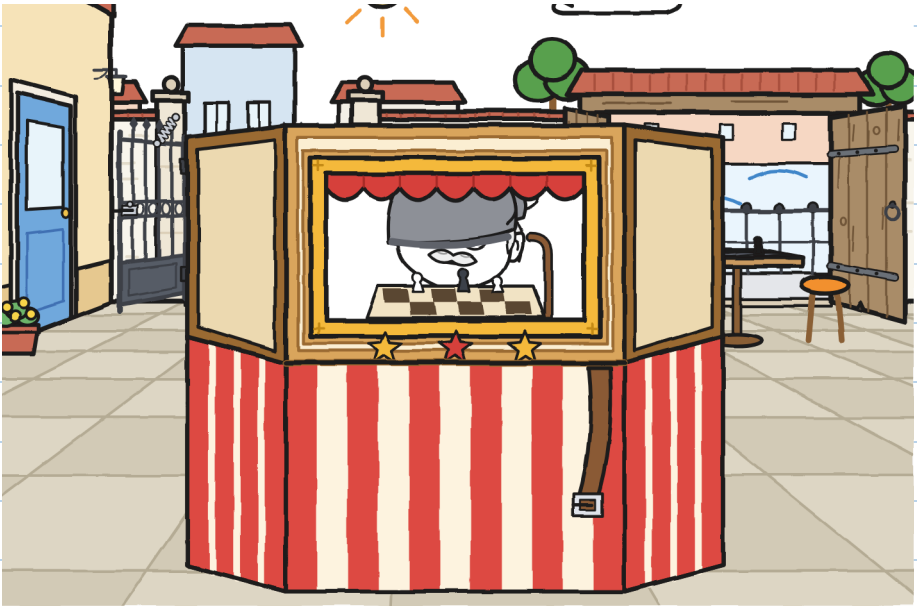
"উঠোনের ওয়ার্কশপ। দুই দরজা দিয়ে প্রবেশ।" ঠিকই লেখা ছিল। শুধু পুরোনো।



মারা পরে বললেন, ওই তালাটা উনি নয়বার দেখেছেন। ভেবেছিলেন বন্ধ দরজা আর গোনার মধ্যে পড়ে না। -হু.

চাবিটা ফাইলের মধ্যে একটা খামে ছিল: "পুরোনো দরজা। হারাবে না"। ইরেনে তালা খুললেন। দরজাটা একটা জাহাজের মতো আওয়াজ করল।

ভেতরে, উঠোনে, দাবার দল টেবিল বের করে রোদে বসেছিল। ইরেনে মাঝখানে ছোট থিয়েটারটা খুললেন, দেখতে দুই দরজার মাঝে কতটা জায়গা থাকে। দরকারের বেশিই থাকে।
ছোট থিয়েটারের জানালা দিয়ে দেখা গেল দন আন্তনিওকে, বেরেট টুপিটা চোখের ওপর নামানো। উনি একটা চাল ভাবছিলেন। একটু নাক ডাকছিল।



"শনিবার আমি দুটোই খুলে দেব," ইরেনে বললেন। "সাইকেলগুলো ঢুকবে পুরোনোটা দিয়ে, খালের পাশের গলি থেকে। যারা বোঝা নিয়ে হেঁটে আসবে, তারা ঢুকবে ফটক দিয়ে, ফুটপাত থেকে। তাহলে কাটাকাটি হবে না।"

"কিন্তু পুরোনোটা বেশি চওড়া," হুলিতা বলল। "আর নিজে বন্ধ হয় না।"

"আর ফটকটা তোমাদের। ওয়ার্কশপ যদি ছোট থিয়েটার কোনো চত্বরে নিয়ে যায়, সেখানে এর চেয়ে খারাপ দরজাও থাকবে।"

হুলিতা মুখ খুলল। নোয়ার দিকে তাকাল। আমার দিকে তাকাল।

"তুমি কী বলো?"

পুরো সপ্তাহে এই প্রথমবার। আমি তারিখ দিয়ে লিখে রাখলাম।



আমি বললাম ফটকটা, তবে মহড়া দিয়ে নিয়ে। নোয়াও তা-ই বলল। হুলিতা বলল ঠিক আছে, আর এবার কথাটা অর্ধেক সত্যি ছিল।

তারপর আমরা মিটারটা ঠিক করলাম। তিনটে ঘর ছিল, আর গতকালের জন্য বা আমারটার জন্য একটাও কাজে লাগছিল না।

তিনজনের মিটার (চারটে ঘরসহ)

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	***জানানো*** 
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	গুনি, না
দোকান → ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	***কেউ না***

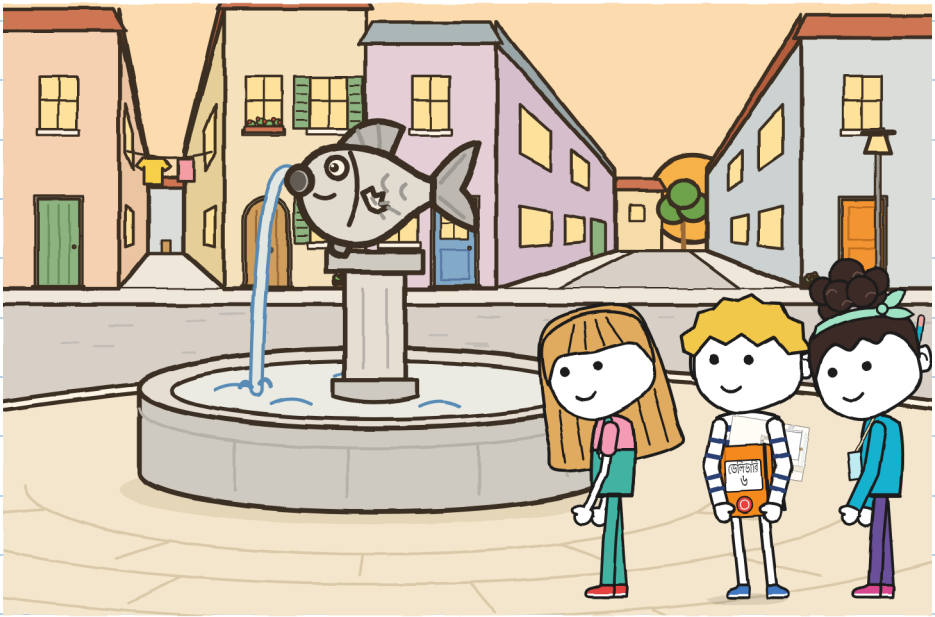
 জানানো: যে যা জানে, বলে দেওয়া

তিনজনের মিটারে চারটে ঘর। আমি অভিযোগ করছি না। চতুর্থটাই আমার সবচেয়ে কঠিন লাগে। -হু.

আমরা ফোয়ারার পাশ দিয়ে ফিরলাম। আমি মাছটার সামনে দাঁড়ালাম, ওর খোঁড়া দিকে।

"তোমরা আমাকে গল্পটা বলবে?"
"সে অনেক লম্বা," হুলিতা বলল।
"শনিবার," নোয়া বলল। "যদি পৌঁছাই।"

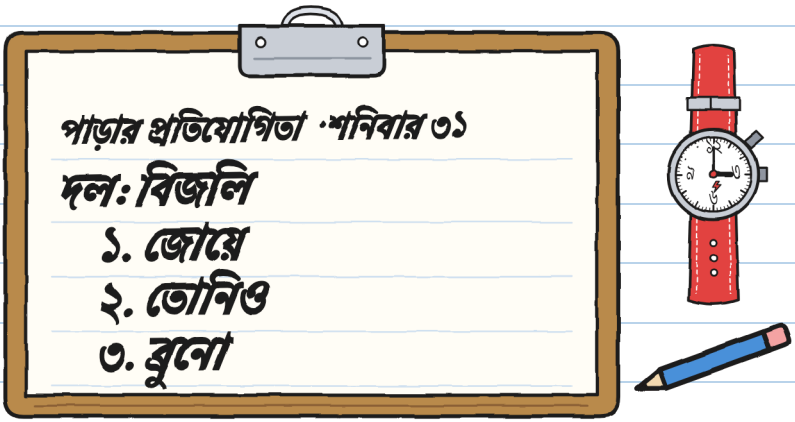
এটা "না" ছিল না। আমি নকশাটা খাতায় রেখে দিলাম, এবার ভাঁজ না করে, অর্ধেক নকশা বাইরে উঁকি দিচ্ছে।



অধ্যায় ৪

যে-কেউ কি দিক দেখাতে পারে?

শুক্রবার তোনিও দোকানে এল ঘড়ি, একটা পেনসিল আর বিজলির নাম-লেখানোর কাগজ নিয়ে।



"জোয়ে লিখেছে," ও বলল। "ব্রুনো বলে দিয়েছিল: 'ব্রুনো, ব দিয়ে'।"
"আর জোয়ে?"
"লিখল ব্রুনো। ব দিয়ে।"

তারপর ও নিজের বাক্সে বসে ঘড়ি শূন্যে নিল।
"আজ আমি সময় ধরব। মতামত দেব না। লিখে রাখব কী আবার করতে হলো।"

নোয়ার বুদ্ধি: পালা বদল। তিনটে অংশ, আর প্রতিটায় আলাদা একজন দিক দেখাবে। আমার বুদ্ধি: দিক দেখানো আর পথ করে দেওয়া একই মানুষের হোক, যে ফাঁকা হাতে যাচ্ছে, কারণ বাকি দুজন শুধু ছোট থিয়েটারটাই দেখে। হুলিতার বুদ্ধি: এখনই শুরু করা।

"প্রথমটায় কে দিক দেখাবে?"
আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। প্রত্যেকে অন্য একজনকে দেখাল।

তোনিও ওটা লিখে নিল। ইরেনে দরজায় অপেক্ষা করছিলেন, ফাইল হাতে, উনিও মতামত না দিয়ে।



ছোট থিয়েটার তোলার আগে হুলিতা বলল:
"একটা কথা। বুধবার আমি এমন একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেটা শুধু নোয়া বুঝত, আর তারপর বলেছিলাম তুমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ।"
আর কিছু বলল না। বলার দরকারও ছিল না: সবই ছিল ওতে।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। এটা আমি নোয়ার কাছ থেকে শিখেছি।
"মাছটার কোন দিকের পাখনা নেই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"বাঁ দিকের, তুমি যেদিক থেকে আসো। ফোয়ারার কাছে, বাঁয়ে বাঁক। আমি তোমাকে পাঁচ পা আগে জানাব।"
"এটাই তো নির্দেশ।"



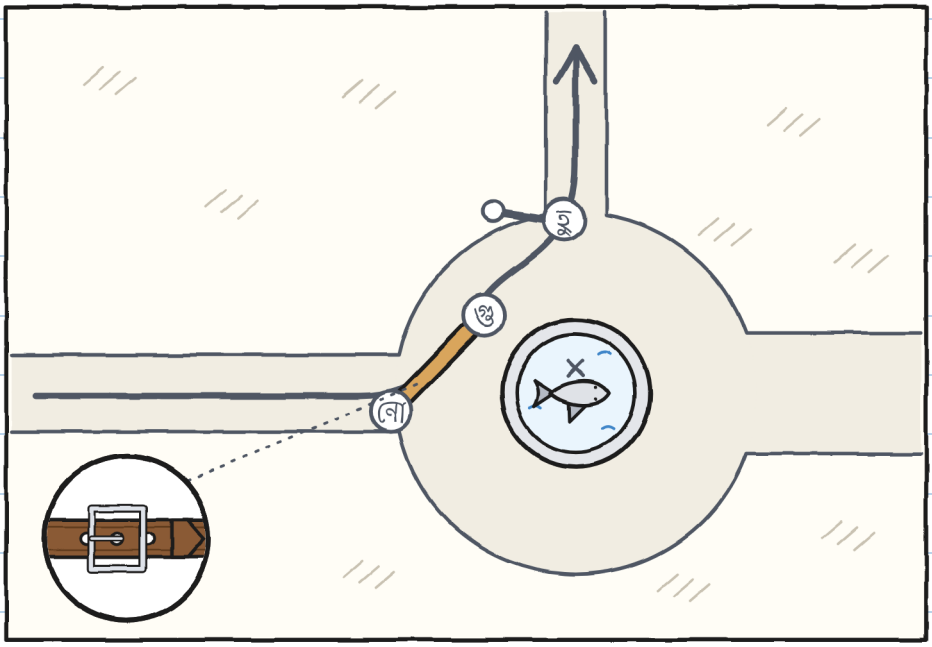
দুই পা-ই স্থির। ছবিতে দেখে নাও। -হু.

প্রথম অংশ। নোয়া বেল্টটা দ্বিতীয় ফুটোয় আটকাল।

"পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!"
"বেল্ট!" নোয়া বলল। আর ধরে রাখল।

আমরা খোঁড়া মাছটাকে ঘিরে এমনভাবে ঘুরলাম, যেন সারাজীবন ওটাই করে এসেছি। একটাও ক্ল্যাক নয়।

"প্রথম অংশ: ছয় মিনিট," তোনিও বলল। "আবার করা: কিছু না।"

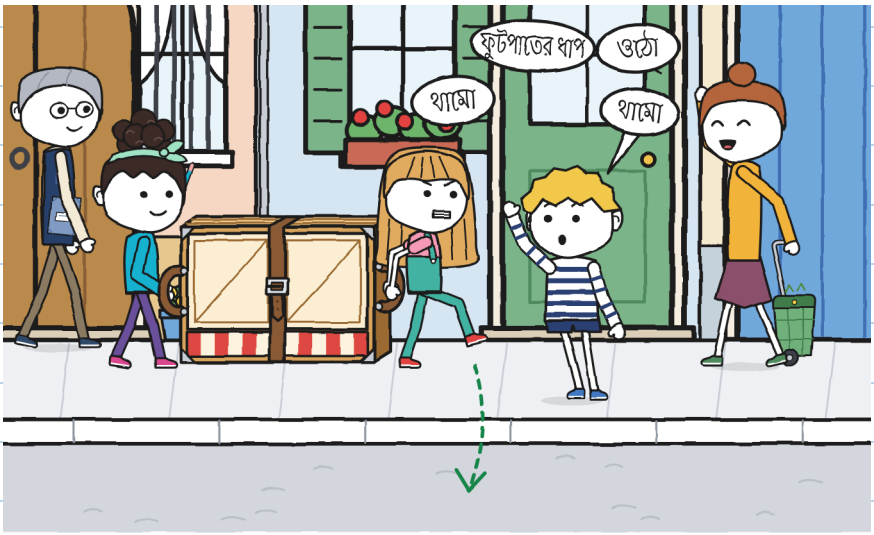


দ্বিতীয় অংশ, ফোয়ারা থেকে মোড়। বইছিল হুলিতা আর নোয়া। দিক দেখাচ্ছিলাম আমি।

আমি দিক দেখাই এভাবে:

"তিন পা। থামো। ফুটপাতের ধাপ। ওঠো। দুই পা। থামো। একজন মহিলা। শুভ বিকেল। মহিলা পেরোচ্ছেন। চার পা।"

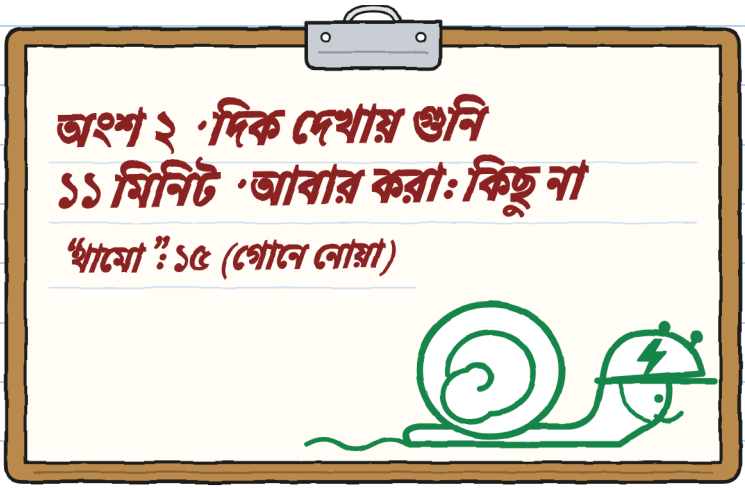
হুলিতা সামনে ছিল, নিজের হাতলে, টুঁ শব্দটি না করে। ওর পা আপনা থেকেই ছোট রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছিল। ও ওটাকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনছিল।



"দ্বিতীয় অংশ: এগারো মিনিট," তোনিও বলল। "আমার জীবনে সবচেয়ে ধীর যা সময় ধরেছি। আবার করা: কিছু না।"

এই প্রথম আমি কিছু পরিচালনা করলাম আর ওটা আবার করতে হলো না।

"তুমি 'থামো' বলেছ চোদ্দবার," হুলিতা বলল।
"আমি গুনেছি," নোয়া বলল। "পনেরোবার।"
"ছয়টা বেশি ছিল," হুলিতা বলল। "কিন্তু আমি সবগুলোই মেনেছি।"



আমি একটারও তর্ক করিনি। দাঁত চেপে ধরে থাকতে থাকতে ব্যথা করছিল। -হু.

তৃতীয় অংশ, মোড় থেকে উঠোন। বইছিলাম হুলিতা আর আমি। দিক দেখাচ্ছিল নোয়া, প্রতিযোগিতার ম্যাপটা নিয়ে, যেটা ইরেনে সব দলকে দিয়েছিলেন।

বিশ পা পর ও থেমে গেল, যেখানে খালের পাশের গলি শুরু।
"মিলছে না।"
"কী মিলছে না?"
"ম্যাপ আমাদের এখান দিয়ে ঢোকাচ্ছে। পুরোনো দরজা পর্যন্ত। আর আমরা ঢুকব ফটক দিয়ে, যেটা অন্য দিকে।"

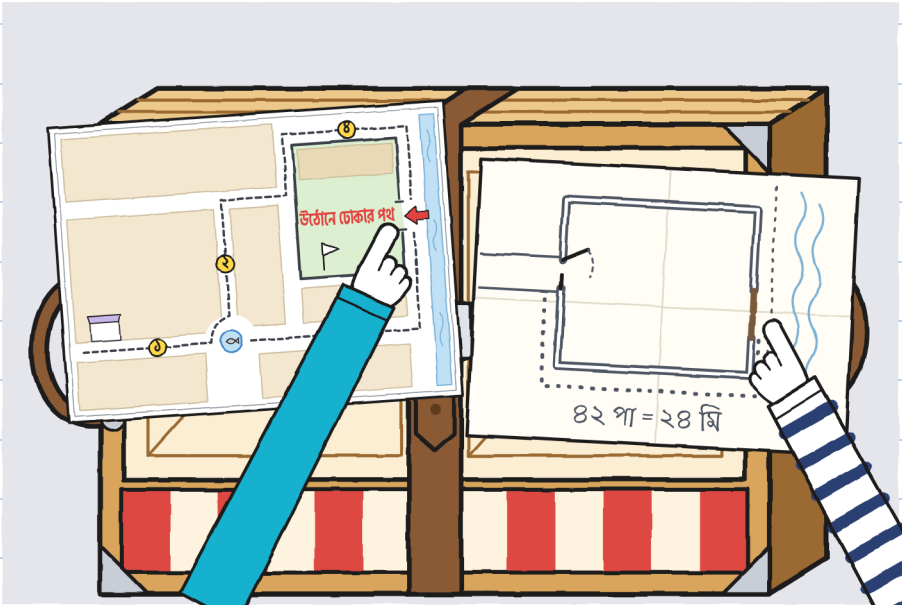


আমরা ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামালাম। আগে নামানো; তারপর তর্ক।

আমি আমার নকশাটা ওর ম্যাপের পাশে রাখলাম। প্রতিযোগিতার ম্যাপে একটাই ঢোকার পথ আঁকা ছিল, আর সেটা ফটক নয়: পুরোনো দরজা।

"এটা পুরোনো ম্যাপ," আমি বললাম। "যখন ওদিক দিয়ে ঢোকা হতো।"

ওখান থেকে ফটক পর্যন্ত নোয়ার বিয়াল্লিশ পা। বা আমার চব্বিশ মিটার। ওর পা আর আমার ফিতে দিয়ে পুরো পাড়াটা মাপা যায়।



“ইরেনেকে বলব?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
“আর অন্য দলগুলোকেও,” নোয়া বলল। “নইলে যারা হেঁটে আসছে, সবাই গলিতে ঢুকে পড়বে। সাইকেলসুদ্ধ।”
আমি কিছু বললাম না। আমি একমত ছিলাম।

ইরেনে ম্যাপগুলো একটা একটা করে ঠিক করে দিলেন, লাল মার্কার দিয়ে। তোনিও নিজেরটা দেখল।
“বিজলি ম্যাপে যেমন বলা, সেদিক দিয়েই ঢোকার কথা ভাবছিল।”
“তোমরা ওদিক দিয়েই ঢুকবে,” ইরেনে বললেন। “সাইকেলের জন্য ম্যাপটা ঠিকই ছিল। কাকতালীয়ভাবে।”



আমরা মোড়ে ফিরে গিয়ে তৃতীয় অংশটা আবার করলাম, এবার ফটক পর্যন্ত। হুলিতা আর আমি বইলাম, আর নোয়া দিক দেখাল, পথ করে দিল আর জানাল, সবকিছু একসঙ্গে:

"থামো! আমি পাল্লাটা ধরেছি! যাও!"

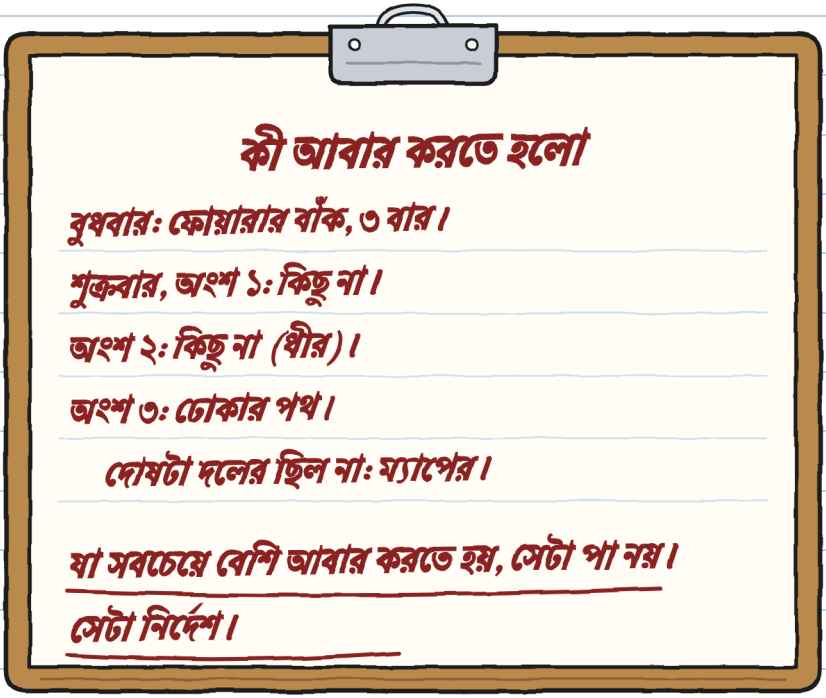
আমরা পেরোলাম। আমি মিটারটা ভরলাম।

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	জানানো 
মোড় → উঠোন	গুনি আর **হুলিতা**	**নোয়া**	**নোয়া**	**নোয়া:** *"ম্যাপটা ভুল"*

প্রথম সারি, সব ঘর ভরা। আর চতুর্থটা, জানানোরটা, নোয়াই ভরেছিল।

ফটকটা ভারী। ও পিঠ দিয়ে ধরেছিল, তুমি যেমন মঙ্গলবার। আমি লিখে রাখছি, কারণ তুমি লিখতে না। -হু.

তোনিও আমাদের ওর কাগজটা দেখাল।



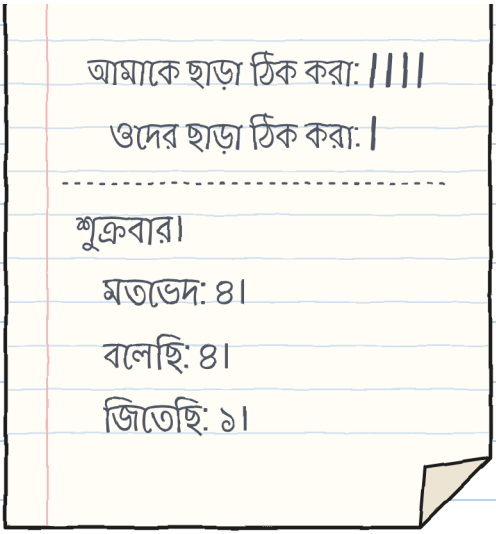
"শেষ কথাটা একটা মত," হুলিতা বলল।
"এটা একটা তথ্য," তোনিও বলল। "বিজলিতে একটা ভুল বলা ঠিকানার দাম দুবার দিতে হয়: যাওয়ার সময় আর ফেরার সময়।"

ও হেলমেট পরে নিজের মহড়া দিতে চলে গেল। টিং-টিং।

রাতে, দোকানে, মারা ছোট থিয়েটারটা নিজের বাক্সে রেখে দিলেন। নোয়া বকলসটার দিকে তাকাল।

"কাল, তৃতীয় ফুটোয়। যদিও খুলতে বেশি সময় লাগবে।"

আমি খাতাটা খুললাম দাগগুলোর কোণে। আজ আমি একটাও দাগ দিইনি। চারটে মতভেদ গুনলাম। চারটেই আমি জোরে বলেছি। একটা জিতেছি।



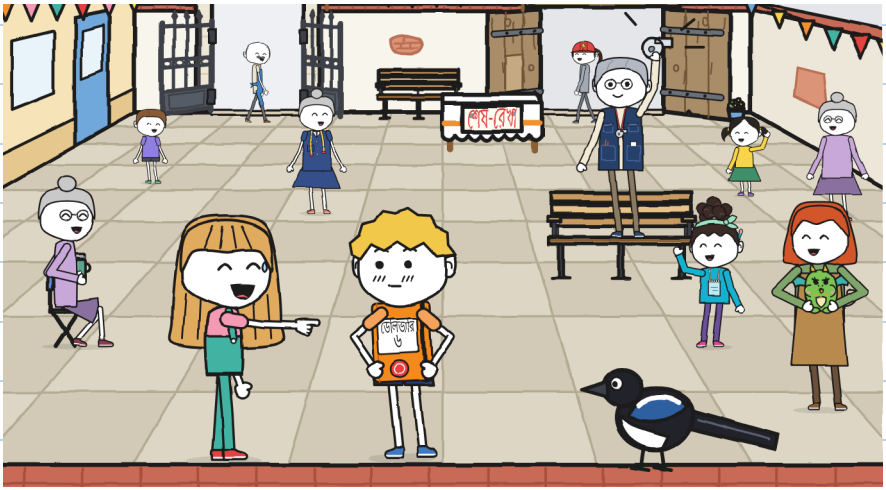


যেটা তুমি জিতেছ, সেটা ছিল তর্কের আগে ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামানোর। ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। -হু.

অধ্যায় ৫

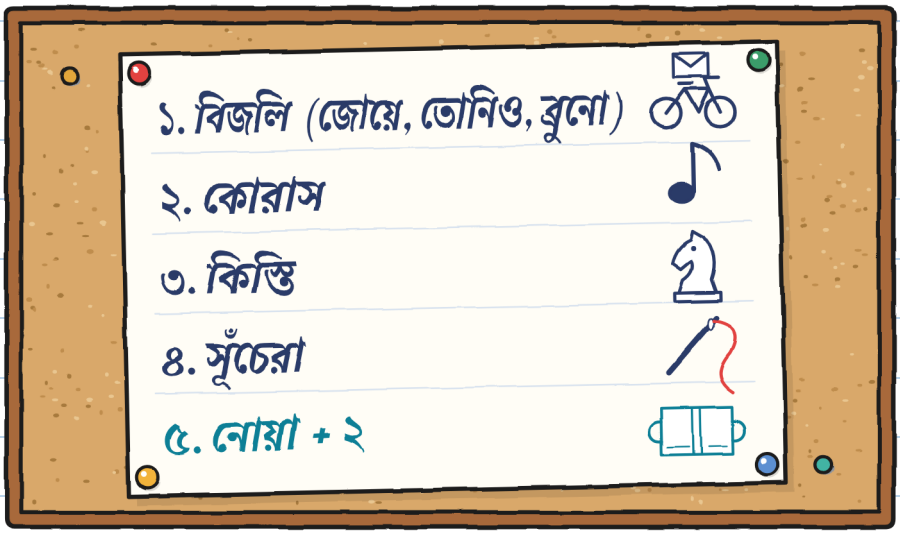
প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?

শনিবার আমি শনিবারের কমলা টি-শার্টটা পরলাম।
"খাতার সঙ্গে মিলিয়ে এসেছ," হুলিতা বলল।
এগারোটায় উঠোনের দুটো দরজাই খোলা, অনেক বছরে এই প্রথম, আর লোক ঢুকছে দুটো দিয়েই। ইরেনে হুইসেল হাতে নিয়মগুলো বুঝিয়ে দিলেন:
"প্রতিটা দল তাদের বোঝা এখানে নিয়ে আসবে, সব স্টেশন পেরিয়ে। বোঝা নিয়ে ছোটা চলবে না। যে ছুটবে, সে অংশটা আবার করবে। আর সময় জেতে সেই, যে আবার করে না।"



তালিকায় পাঁচটা দল ছিল। বিজলি এনেছে একটা খাম, সাইকেলে। কোরাস, একটা সুরলিপির স্ট্যান্ড। দাবার দল, একটা বিশাল দাবার বোর্ড। সেলাইয়ের দল, মাথাহীন একটা ম্যানিকিন।

আমাদেরটা নোয়া লিখেছিল সোমবার, আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে:



"আমরা 'নোয়া + ২'," আমি হুলিতাকে বললাম।
"আমি ২," ও বলল। "তুমি হবে প্লাস।"

প্রতিটা দল বেরোচ্ছিল সেই দরজা দিয়ে, যেখানে ওদের বোঝা ঘুমোয়। আমাদের রওনা করিয়ে দিলেন দন আন্তনিও, যিনি কাছেই থাকেন আর ছোটেন না।

মারা ছোট থিয়েটারটা বের করলেন। নোয়া তাড়াতাড়ি বেল্ট আটকাল আর আমরা ওটা তুললাম। ক্ল্যাক: একটা প্যানেল এক বিঘত খুলে গেল।

"মাটিতে," আমি বললাম।

কেউ তর্ক করল না। দ্বিতীয়বার নোয়া ধীরে ধীরে আটকাল, তৃতীয় ফুটোয়, আর পরখ করতে দুবার টানল।

দন আন্তনিও বেরেট টুপিটা নামালেন, ওটাই ছিল পতাকা।

"ধীরেসুস্থে," বললেন, "কারণ এভাবেই পৌঁছানো যায়।"



প্রথম অংশ। দিক দেখাচ্ছিল হুলিতা।

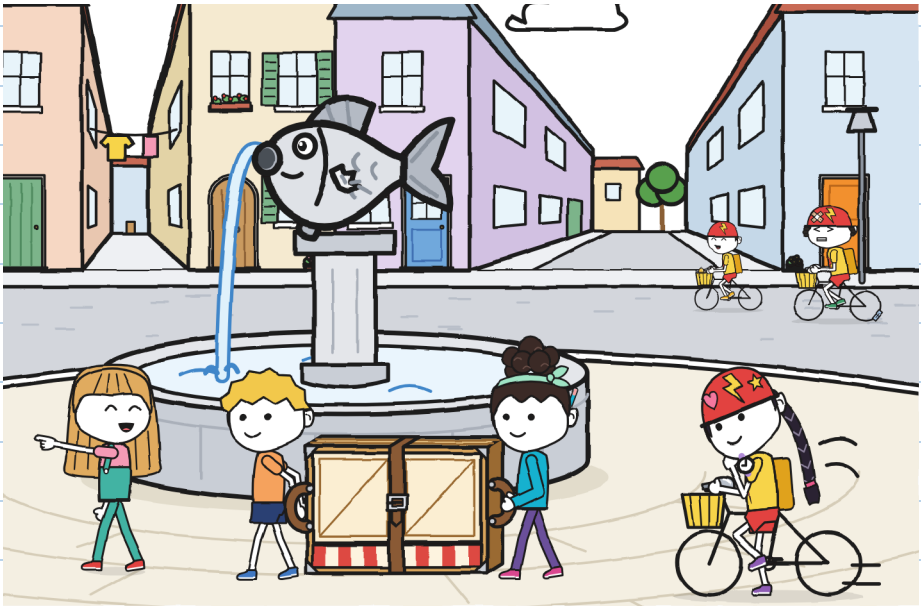
"পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!"

"বেল্ট!"

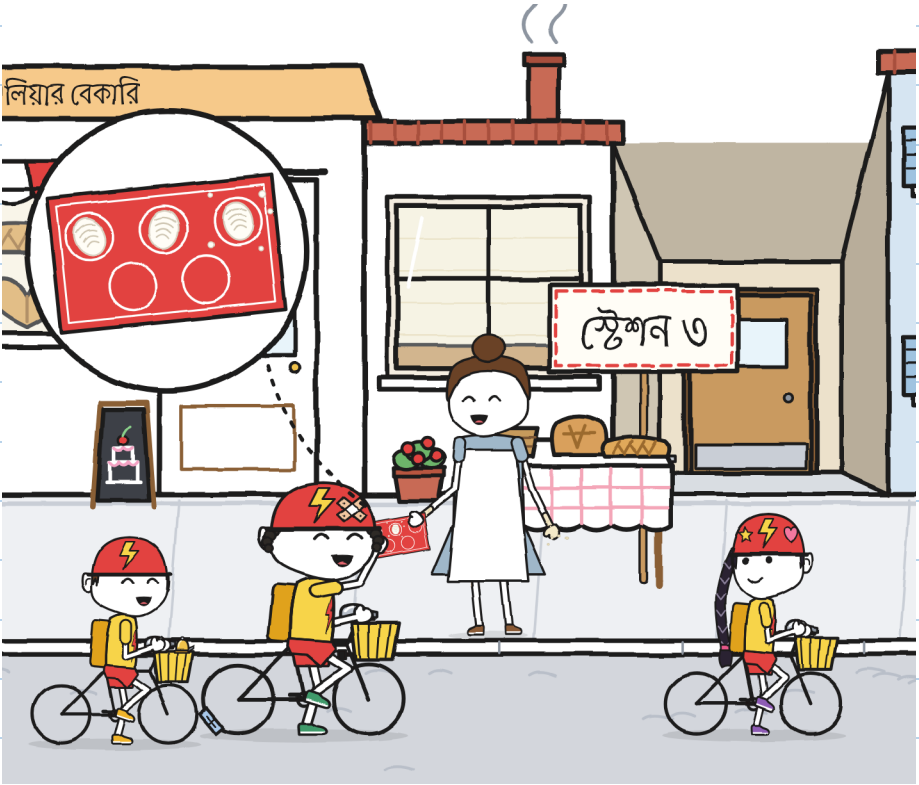
আমরা ধীরে ধীরে খোঁড়া মাছের চারদিকে ঘুরছিলাম, পুরো মোড়টা জুড়ে, যখন জোয়ে সাইকেলে এসে পৌঁছাল। ও সবার আগে ছিল। ব্রেক করে মাটিতে একটা পা রাখল।

"তোমরা যাও। ওটা নিয়ে ছোটা যায় না।"

ও অপেক্ষা করল যতক্ষণ না আমরা বাঁক পেরোলাম। তারপর চলে গেল। বিশ সেকেন্ডের জন্য আমরা ওকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। ও নিজেই সময়টা ধরল।



প্রতিটা স্টেশনে একটা কার্ডে সিল দেওয়া হতো। বেকারির কার্ডটা ছিল এলিয়ার কাছে, যিনি সিল দিতেন ময়দা-মাখা বুড়ো আঙুল দিয়ে। বিজলি তিনবার আমাদের সামনে দিয়ে গেল, প্রতিবার আলাদা রাস্তা দিয়ে। তোনিও দুই হাত হ্যান্ডেলে রাখত আর মোড়ে মোড়ে ঘণ্টি বাজাত। ব্রুনোর কাছে ছিল খামটা। জোয়ে সামনে যেত আর প্রতিটা স্টেশনে ওদের জন্য অপেক্ষা করত, তিনজন না হওয়া পর্যন্ত কার্ড না ছুঁয়ে।



দ্বিতীয় অংশে কোরাস আমাদের ছাড়িয়ে গেল, ওদের স্ট্যান্ড নিয়ে। ছুটে। ইরেনের হুইসেল বাজল আর কোরাস ফোয়ারায় ফিরে গেল, আস্তে আস্তে গান গাইতে গাইতে।

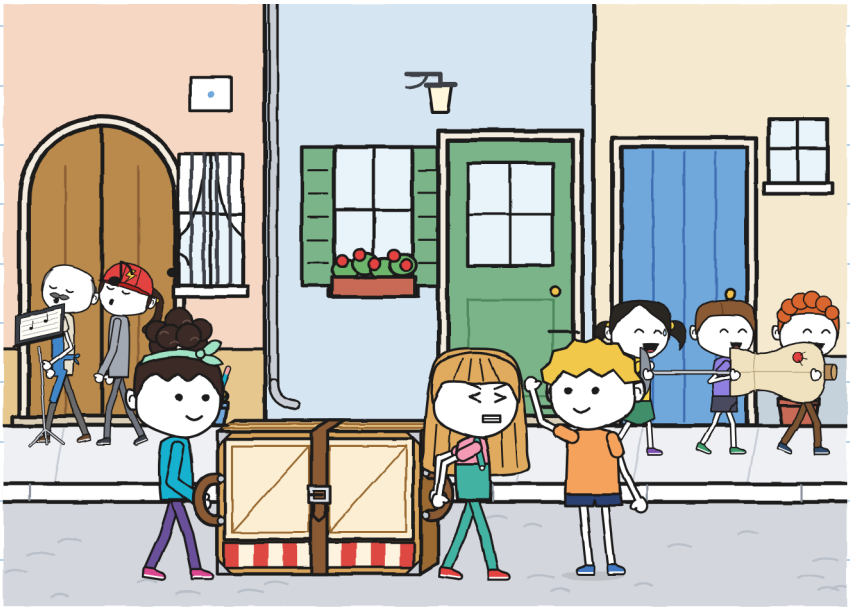
দাবার দল আমাদের ছাড়িয়ে গেল। ম্যানিকিনটাও আমাদের ছাড়িয়ে গেল।

হুলিতা ছুটল না। মানে: ওর একটা পা ছুটে গিয়েছিল। ও ওটাকে ফিরিয়ে আনল।

"প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?" জিজ্ঞেস করল।

"লেবেলে 'প্রথম' লেখা নেই," নোয়া বলল। "লেখা আছে 'ভাঁজ করা'।"

"ফুটপাতের ধাপ," আমি বললাম।



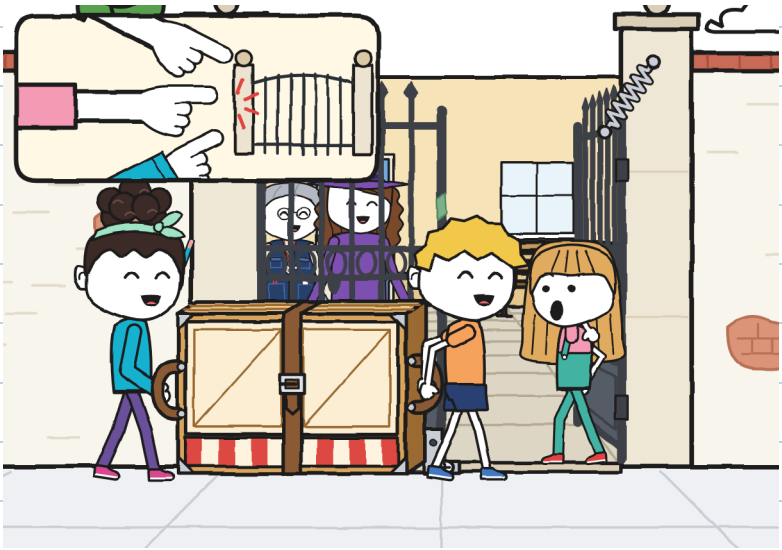
তৃতীয় অংশ। ফটক পর্যন্ত দিক দেখাল নোয়া। ওখানে আমরা ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামালাম।

"কে খুলবে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল। আর উত্তরের অপেক্ষা করল। আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। তিনজনই একই জায়গায়: নোয়া ফটক দেখাল, হুলিতা ফটক দেখাল, আর আমি ফটক দেখালাম। তারপর আমরা হেসে ফেললাম, কারণ এভাবে ঠিক হয় না কে।

"তুমি," আমি আর নোয়া বললাম। নোয়া নিজের হাতলে ফিরে গেল। হুলিতা ফটকটা ধরল পিঠ দিয়ে আর দুই হাতে।

"থামো! আমি পাল্লাটা ধরেছি! যাও!"

আমরা পেরোলাম। ভাঁজ করা। আস্ত।

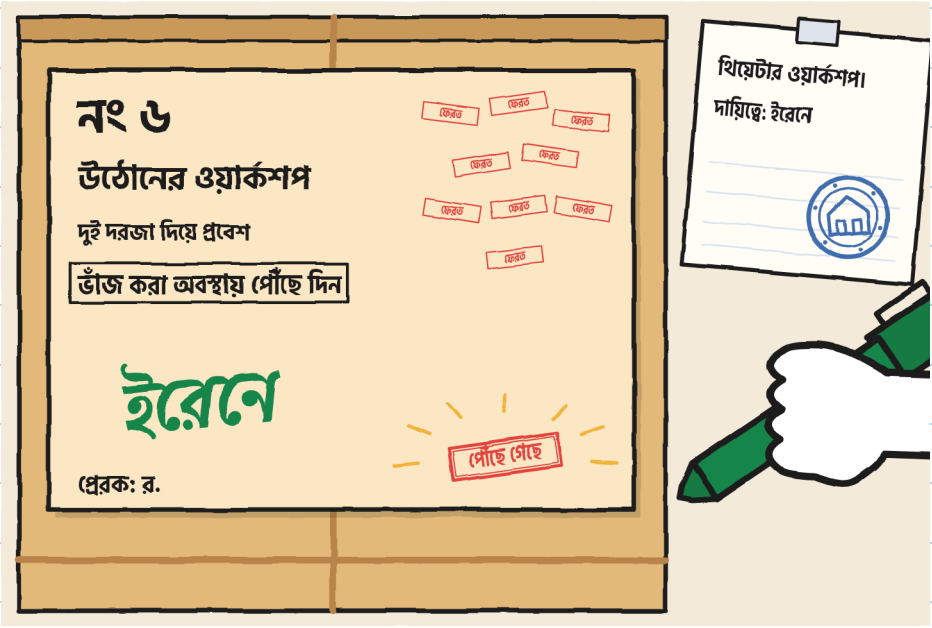


"একচল্লিশ মিনিট," ইরেনে বললেন।

বিজলির লেগেছিল চোদ্দ। তিনজনই মাটিতে বসে ছিল, সাইকেলের পাশে, ঘাম ছাড়াই।

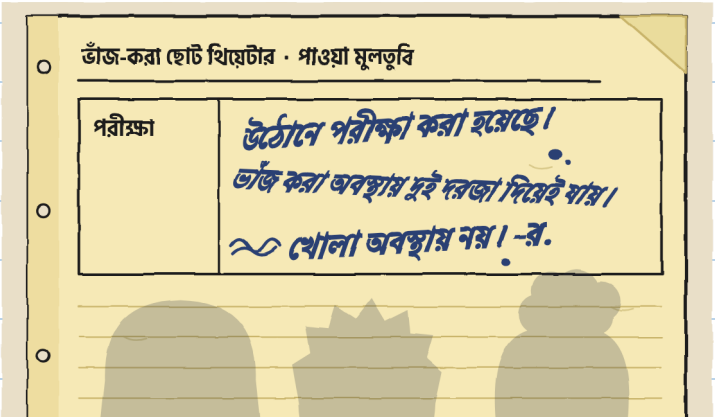
মারা বাক্সটা বগলে নিয়ে এলেন। ইরেনে নিজের উঠোনের মাটিতে ছোট থিয়েটারটাকে দেখলেন, ভাঁজ করা, বেল্ট যথাস্থানে। ফাইল খুলে মারাকে রেজিস্টারের পাতাটা দেখালেন। হুলিতা ওঁকে সবুজ মার্কারটা দিল।

"আমার কাজে লাগবে," ইরেনে বললেন। আর লেবেলে সই করলেন।



লেবেলে "পৌঁছে গেছে" শব্দটা ফুটে উঠল। কেউ ওটা লেখেনি।

ইরেনে ইনভেন্টরিটা খুললেন ছোট থিয়েটারটা লিখে রাখতে। দরকার হলো না: ওর পাতা আগেই ছিল, আর পাতায় ছিল একটা পুরোনো লাইন, ভীষণ খারাপ হাতের লেখায়।



"এটা আমি ওয়ার্কশপ চালানোর আগের," ইরেনে বললেন। "আমি জানি না উনি কে।"

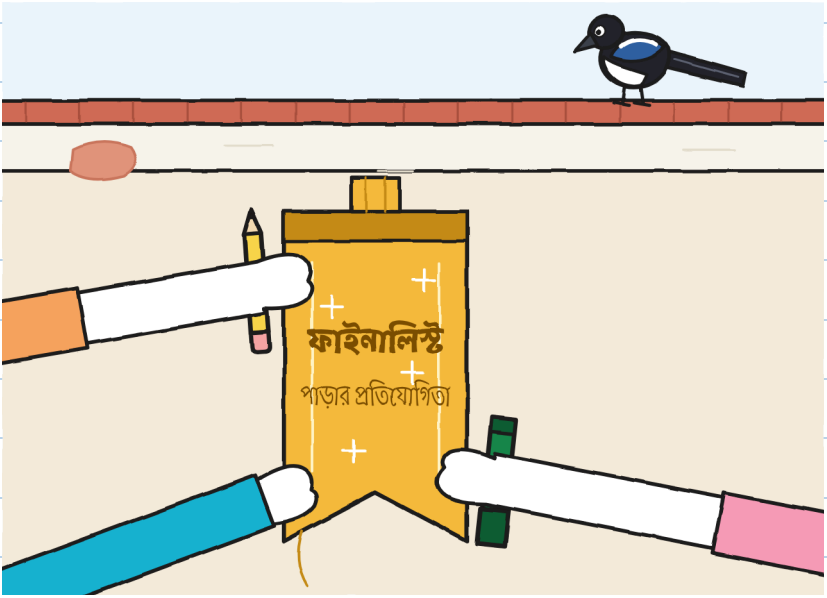
"আমরাও জানি না," হুলিতা বলল। "তবে আস্তে আস্তে জানছি।"

র. ওই উঠোনে ছিলেন আর পাঠানোর আগে ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন। এবার উনি দুটো দরজাই মেপেছেন: ফটক আর পুরোনোটা।

এলিয়ার দরজা। উঠোনের দুটো দরজা। র. দরজা মাপেন। এটা আমি কার্ডের জন্য রেখে দিচ্ছি। -হু.

বিজলি জিতল, একটা অংশও আবার না করে। পুরস্কার ছিল এলিয়ার একটা বড় গোল রুটি, ওপরে ময়দা দিয়ে একটা ১। জোয়ে ওটা তিন টুকরো করল। ব্রুনোর টুকরোটা ওর নিজেরটার মতোই বড় ছিল।

যে দলগুলো পুরো বোঝা নিয়ে পৌঁছাল, ইরেনে তাদের একটা ফিতে দিলেন।



"ফাইনালিস্ট মানে যে সবার শেষে আসে," হুলিতা বলল।
"মানে যে শেষ পর্যন্ত আসে," নোয়া বলল।
"আমরা সবার শেষে এসেছি, শেষ পর্যন্ত," আমি বললাম।
"দুটোই খাটে।"

“এটা যখন এখানেই আছে,” ইরেনে বললেন, “এর প্রথম ব্যবহারটা করে ফেলতে হয়।”

ইরেনে আর মারা ওটা খুললেন। আমরা, পেছনে। আমাদের হাতে ছিল দুই মিনিট একটা নাটক বানানোর। নোয়া ভূমিকা ভাগ করল। আগে জিজ্ঞেস করল:

“কে কম কথা বলতে চায়?”

আমি হাত তুললাম।

টুকরো ভেরার কাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে এক মিটার উড়ে একটা প্যানেলের ওপর বসল, লেজটা জানালার সামনে ঝুলিয়ে। ওটাই ছিল নাটক, আর নাটক তখনও শুরুই হয়নি।



নাটকটার নাম ছিল "যে পার্সেল ঢুকতে চায়নি"। হুলিতা সাজল মারা, মাথায় কাগজের কোনা টুপি। নোয়া সাজল সব দরজা। আমি সাজলাম পার্সেল, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে।

"ওয়ার্কশপ?" নোয়া বলছিল। "এখানে, সেলাই।"

"ফেরত," আমি বলছিলাম।

কথাটা আমি নয়বার বললাম। দর্শকরা গুনছিল। দশমবার নোয়া দুই হাত ছড়িয়ে দিল, আর আমি অন্য শব্দটা বললাম।

অভিবাদন জানাতে আমরা তিনজন জানালায় উঁকি দিলাম। আমরা এঁটে যাচ্ছিলাম। চাপাচাপি করে।



টুকরো করে ভাগ হয় না। নিজেরা গা ঘেঁষে বসতে হয়। -হু.

অধ্যায় ৬

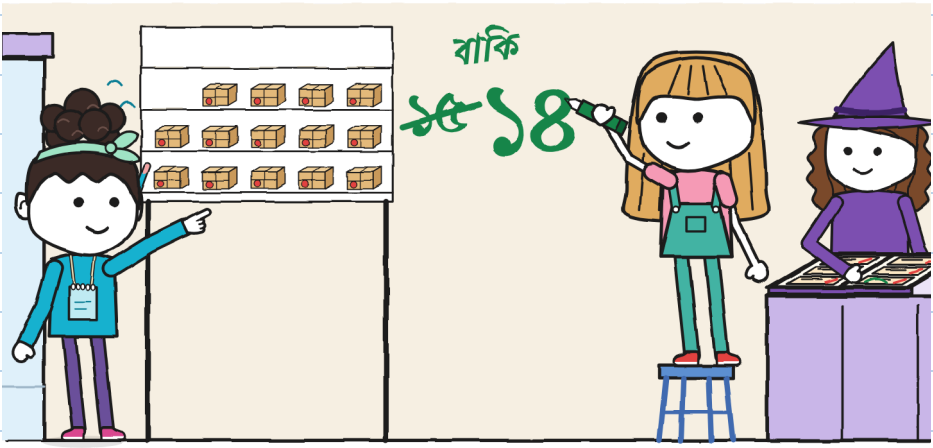
প্রতিযোগিতা শেষ হলে কী থাকে?

বিকেলে আমরা লেবেলটা নিয়ে দোকানে ফিরলাম। নোয়াও এল। হুলিতা সাইনবোর্ডের দিকে তাকাল। তারপর মারার দিকে।

"পারি?"

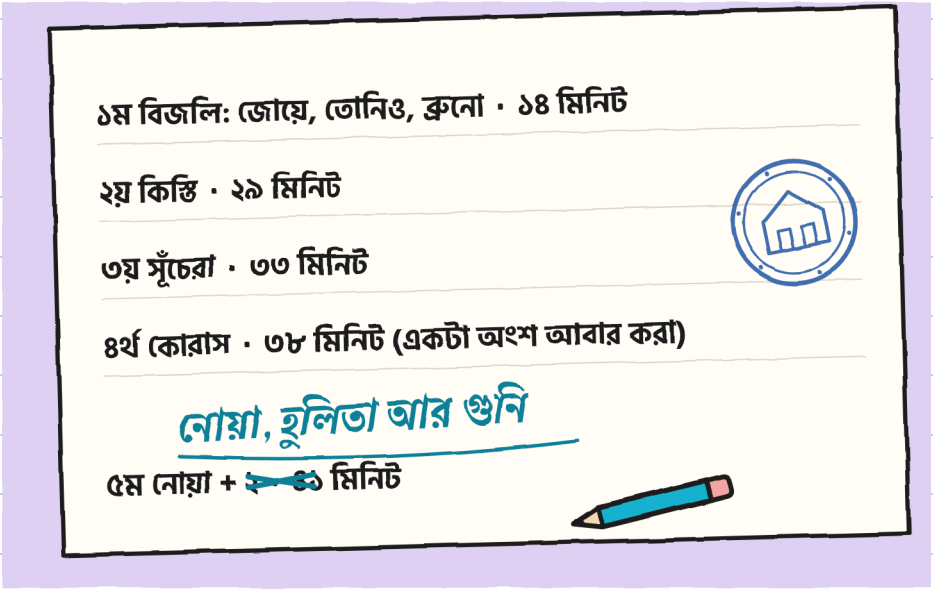
"এটা তোমারই সাইনবোর্ড।"

হুলিতা ১৫ কেটে দিয়ে বড় বড় করে ১৪ লিখল। মারা লেবেলটা তাঁর বইয়ে সেঁটে দিলেন, অন্য পাঁচটার সঙ্গে।



নোয়া নিচু গলায় গুনল। ওর চোদ্দই এল। ও গুনতে জানে। -হু.

তোনিও ফলাফলের তালিকা নিয়ে এল, যাতে আমি খাতায় লিখে রাখি।



আমি ওটা দুবার দেখলাম। "ব্রুনো" পুরো ছিল, না কাটা, ওপরে কিছু নেই।

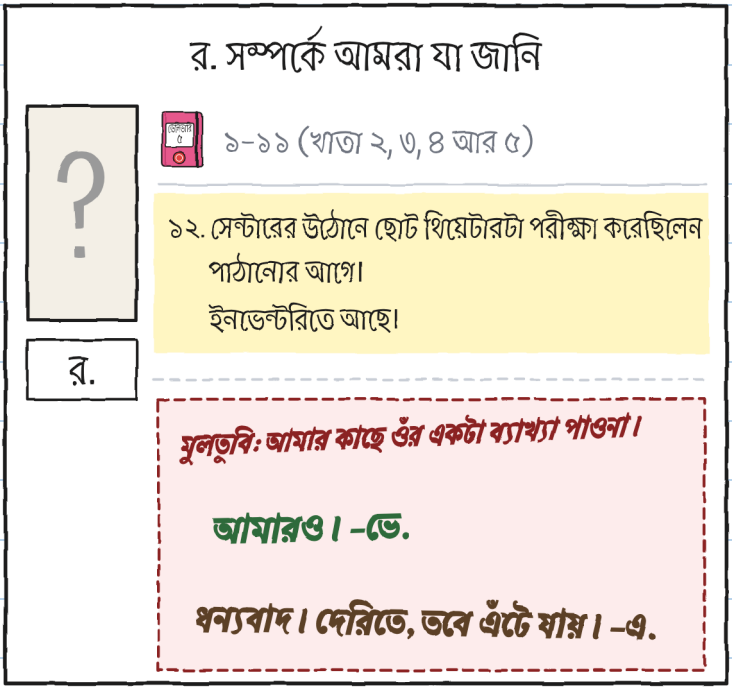
আমাদের দলের ব্যাপারটা ঠিক করে দিল নোয়া, ওর ফিরোজা পেনসিল দিয়ে, কেউ বলার আগেই।
"সোমবার জানতাম না তোমাদের নাম কী," ও বলল। "মানে। গুনির নাম কী ছিল।"

আমি র.-এর কার্ডটা বের করলাম। তাতে এগারোটা সূত্র ছিল। আমি একটা যোগ করলাম।

তোনিও ওটা পড়ল। নিজেরটাও পড়ল, আরও নিচে। কিছু কাটল না। "উনি ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন," বলল। "আমার ঘণ্টিটা করেননি।"

"সেটা আমরা জানি না," হুলিতা বলল।

"আমার ঘণ্টির কথা কোনো ইনভেন্টরির কোনো লাইনে নেই," তোনিও বলল। আর সেটাও সত্যি ছিল।



তারপর আমি কাউন্টারে নকশাটা খুললাম। মানে: ওটা আর ভাঁজ করা ছিল না।

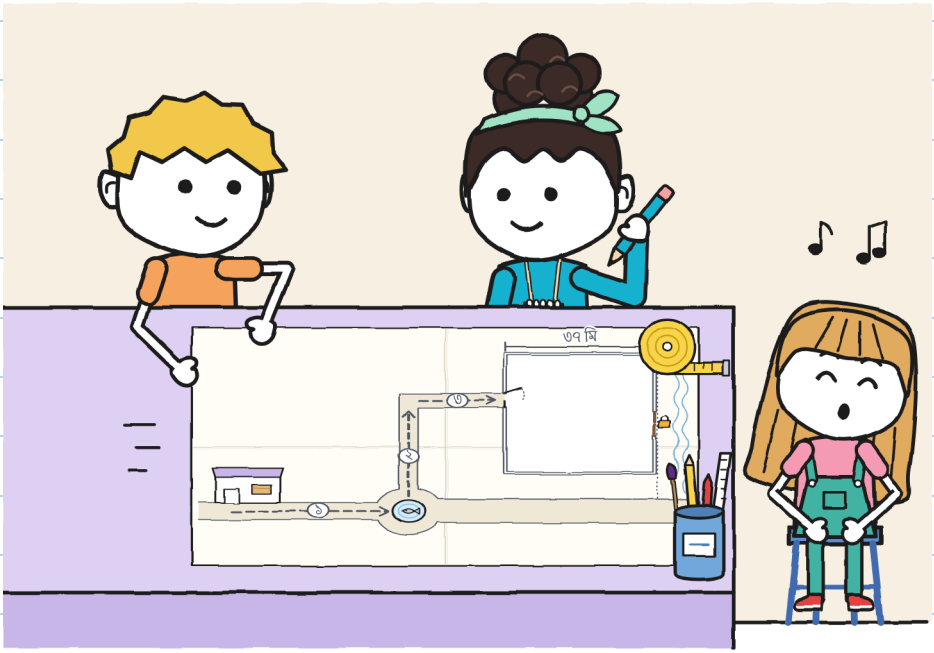
"তোমার অংশটা নেই," আমি নোয়াকে বললাম। "ফোয়ারার ওপাশে যা আছে। ওসব রাস্তার আমি শুধু মিটারগুলো জানি।"

নোয়া হুলিতার দিকে তাকাল। হুলিতা ছাদের দিকে তাকাল, নিজেকে জড়িয়ে না ফেলার ওর নিজস্ব উপায়।

"আমি ওটায় আঁকতে পারি?"

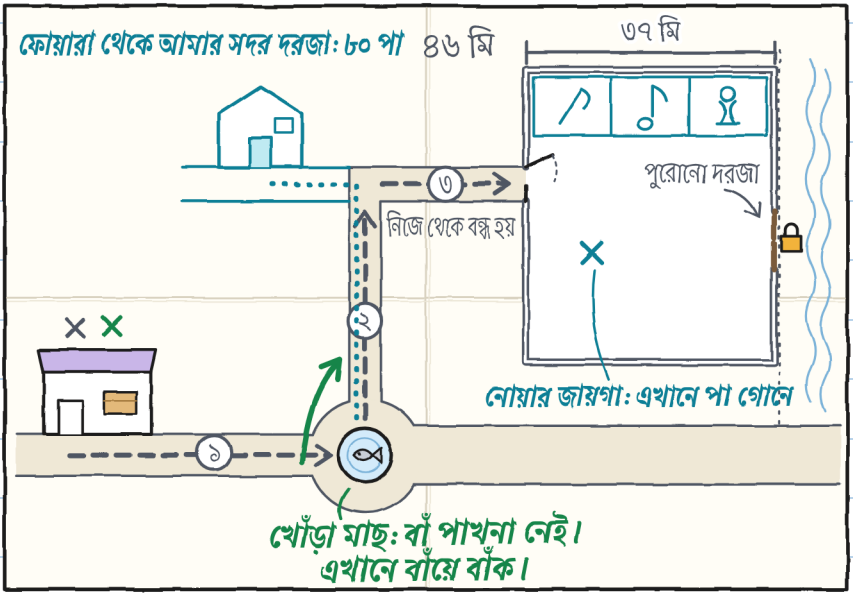
"সেজন্যই তো তোমাকে দেখাচ্ছি।"

ও কানের পেছন থেকে পেনসিলটা বের করল।



নোয়া নিজের রাস্তা আঁকল, সেন্টারের ভেতরটা আর দূরত্বগুলো, পায়ে। আমি পাশে মিটারে লিখলাম। হুলিতা আর সামলাতে পারল না, আর ফোয়ারার লেখাটা লিখে দিল।

পাড়ার নকশা (তিনজনের)



ওরা আঁকতে আঁকতে আমাকে খোঁড়া মাছের গল্প বলল। লম্বা। লোকে যত ভালো বলে, তত ভালো নয়। তবে এখন আমি ওটা জানি।

দারুণ গল্প। শুধু আমরা খারাপ করে বলেছি: একজন আরেকজনের কথার ওপর কথা বলেছি। -হু.

হুলিতা ফিতেটা কবজিতে বেঁধে রেখেছিল। ওর ইতিমধ্যে তিনটে সুতো খুলে গিয়েছিল।

"আমার কাছে থাকলে সোমবারের মধ্যে ঝালর হয়ে যাবে," ও বলল।

"ওটা খাতায় রাখি?"

আমরা ওটা প্রথম পাতায় সাঁটলাম, "যৌথ"-এর নিচে, দুই মাথায় এক টুকরো টেপ দিয়ে। আমি ওটা আঁকলাম সুতো খোলা অবস্থায়। ছিঁড়ে গেলে ছিঁড়ে যাবে: ওটাকে আমি আসলের চেয়ে নতুন করে আঁকব না।



আমার খাতা তোমারটার মতো ভালো বন্ধ হয় না। সেজন্যই। -হু.

নোয়া অনুমতি নিয়ে পাতা উল্টে পেছনে গেল আর দাগগুলোর কোণে পৌঁছাল।

"আর এটা?"

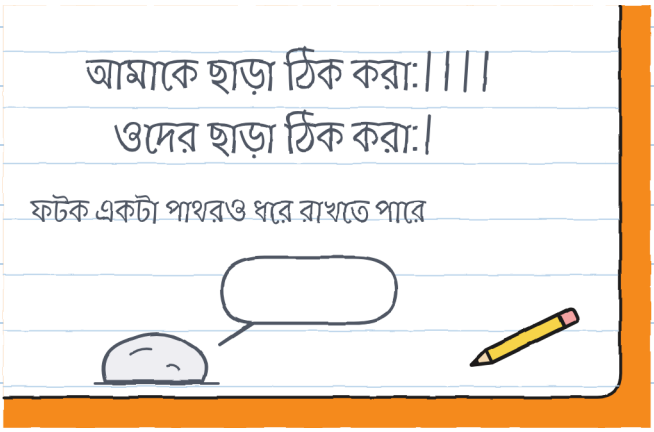
"একটা হিসেব, যেটা আমি ভুল রাখছিলাম।"

"আর এটা?" — ও জোরে পড়ল — "'ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে'।"

"আমি মঙ্গলবার ভেবেছিলাম।"

"একটা পাথর 'ফুটপাতের ধাপ' বলে না," নোয়া বলল। "পনেরোবার 'থামো'-ও বলে না।"

আমি দাগগুলো মুছলাম না। পেনসিলের লেখা মোছা যায়, কিন্তু আমি চাইনি।



মুছো না। ওগুলো একটু আমারও। -হু.

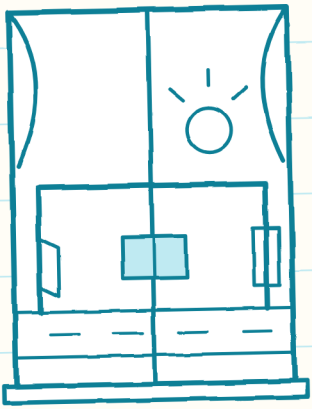
রবিবার, ভোরে, পাহারা দিল নোয়া, যে সেন্টারের উল্টো দিকে থাকে। নটার সময় একটা চিরকুট নিয়ে এল দোকানে। আসতে আসতে পা গুনছিল।

৭:৩৮: ছোট থিয়েটার, ওয়ার্কশপে, ভাঁজ করা।

৭:৪৪: ভোর হচ্ছে। নড়ে না।

৭:৫০: এখনও আছে। এ পর্যন্ত যত পা হেঁটেছে: শূন্য। -নোয়া



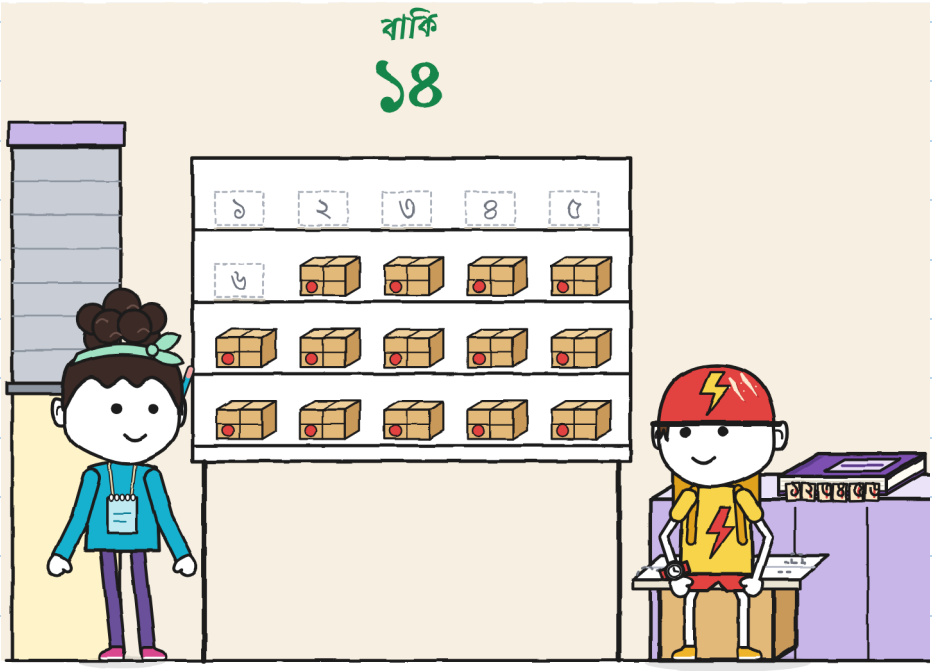


আমার চেয়ে ভালো পাহারা দেয়, আমার চেয়ে ভালো গোনে, আর রুটি বানায় না। তিনের মধ্যে দুই। -হু.

মারা ঝাঁপটা অর্ধেক তুললেন আমাদের ঢুকতে দেওয়ার জন্য, আর আমি তাকটা এঁকে ফেললাম: চোদ্দটা পার্সেল আর ছয়টা ফাঁকা জায়গা। সাইনবোর্ডে হাত দিতে হলো না।

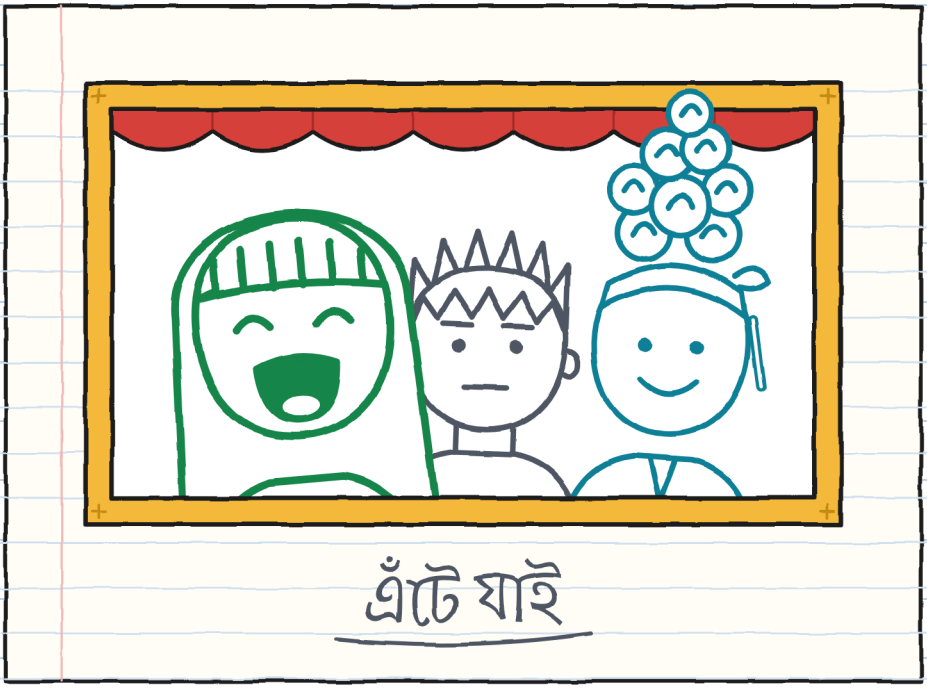
"ছয়," মারা বললেন। আর তাঁর বইটা বন্ধ করলেন।

তোনিও নিজের বাক্সে, হেলমেট পরে, যদিও রবিবার। নোয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ ওকে বসতেও বলল না, চলে যেতেও না। ও এসেছে নিজের ইচ্ছায়, আর সোমবার ওর মহড়া আছে।



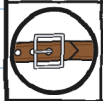
খাতা শেষ করতে আমি ছোট থিয়েটারের জানালাটা আঁকলাম, ফাঁকা।

প্রত্যেকে নিজেকে ওর ভেতরে আঁকল। আমি, পেনসিলে। হুলিতা, সবুজে। নোয়া, ফিরোজায়। নোয়া আমার খাতায় আঁকার আগে অনুমতি চাইল। হুলিতা, না।



যৌথ মানে যৌথ। প্রথম পাতায় লেখা আছে। -হু.

৬ নম্বর ডেলিভারি। অংশ ধরে ধরে:

অংশ		কে বইত	কে দিক দেখাত	কী আবার করতে হলো
	দোকান → খোঁড়া মাছের ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	ফোয়ারার বাঁক (তিনবার)
	ফোয়ারা → মোড়	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	কিছু না (তবে ধীরে)
	মোড় → উঠোন	গুনি আর হুলিতা	নোয়া	ঢোকার পথ: ম্যাপটা পুরোনো ছিল
	শনিবার	তিনজনই	তিনজনই, পালা করে	বেল্ট (দ্বিতীয়বারে, তৃতীয় ফুটোয়)
	আমাদের আগে	মারা, একা	কেউ না	নয়বার যাওয়া
	র.	?	?	আমরা জানি না

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	জানানো 
১	গুনি আর নোয়া	**হুলিতা**	**হুলিতা**	**হুলিতা**
২	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	গুনি	গুনি
৩	গুনি আর হুলিতা	**নোয়া**	**নোয়া**	**নোয়া**

তিনটে ঘর। আচ্ছা, চারটে। তিনটে নাম। কোনোটাই ফাঁকা নয়। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৭

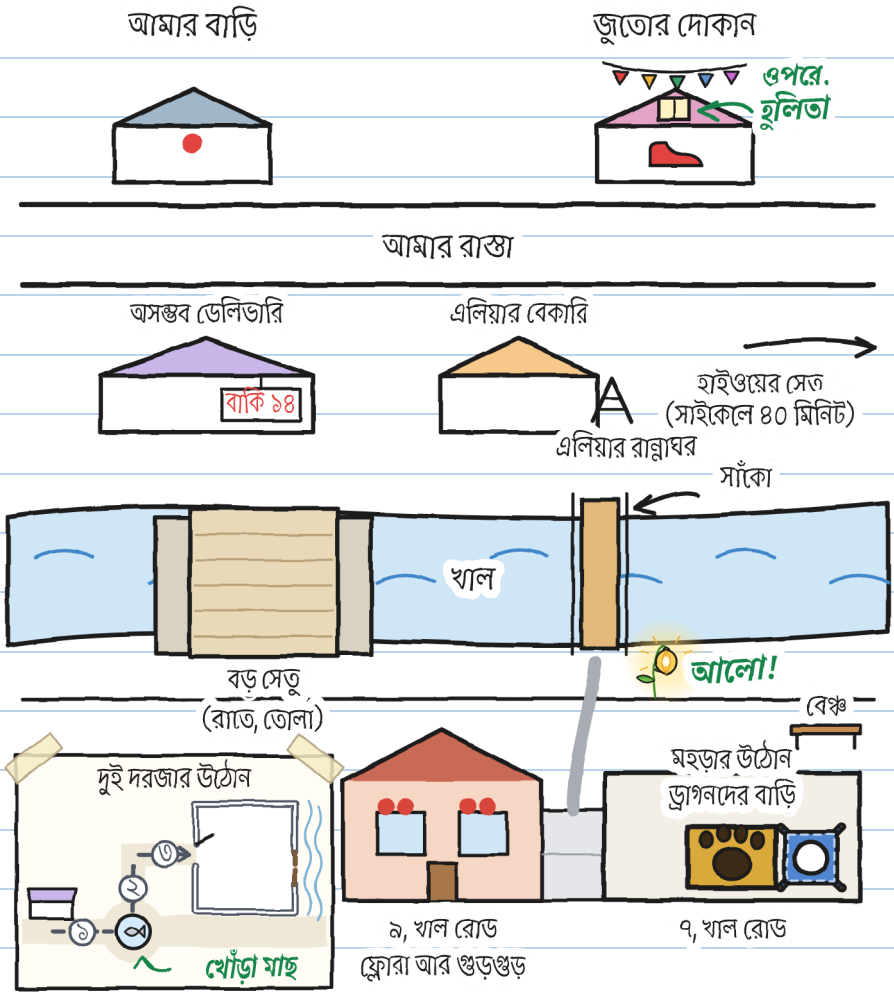
(খুব শিগগির)



এবার লেবেলে এমন একটা সময় চাওয়া হয়েছে, যখন আমি আগেই পাজামা পরে ফেলি।

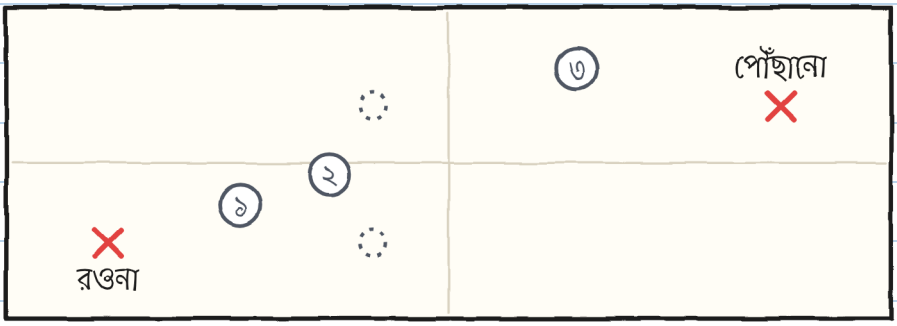
অন্য সবাই বন্ধ করে দিলে কে জেগে থাকে? আমি ছাড়া। -হু.

পাড়া (সংস্করণ ৬)


আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
ওপরে,
হুলিতা
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
বাকি ১৪
এলিয়ার বেকারি
এলিয়ার রান্নাঘর
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
বেঞ্চ
দুই দরজার উঠোন
মহড়ার উঠোন
ড্রাগনদের বাড়ি
খোঁড়া মাছ
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

তোমার যাত্রা

কে বয়? কে দিক দেখায়? কে পথ করে দেয়? কে জানায়?



তিনজনের মিটার

	বওয়া	দিক দেখানো	পথ করে দেওয়া	জানানো
অংশ ১				
অংশ ২				
অংশ ৩				

কোনো ঘরে যদি বারবার একই নাম আসে, বদলাও। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
গুনি একটা শব্দ লিখল আর জায়গা ছেড়ে রাখল। "যৌথ" শব্দটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
আমি একটাই শব্দ লিখলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রাখলাম। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ S · A2
প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ M · B1
প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ L · B2
প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ছোট থিয়েটার। –হু.

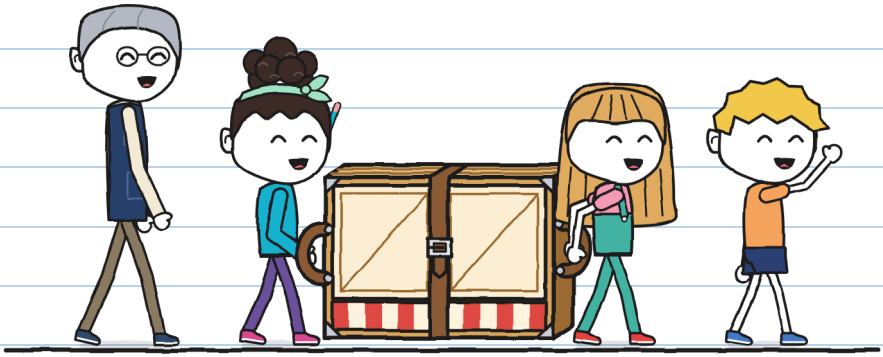
পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের স্থানান্তর: কী করতে হবে

১. যাওয়ার আগে পুরো পথটা দেখে নাও।
২. একজন খালি হাতে যায়: দরজা খোলে আর জানিয়ে দেয়।
৩. হাত থাকবে হাতলে। কবজা আর আটকানোর জায়গা থেকে দূরে।
৪. বোঝা নিয়ে ছোটা বা প্রতিযোগিতা করা চলে না।
৫. কেউ "থামো" বললে সবাই থামে।
৬. আগে মাটিতে নামাও; তারপর তর্ক।
৭. বড় জিনিস খোলা আর ভাঁজ করা হয় দুজনে মিলে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায় যা গল্পে ঘটতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের স্থানান্তরে নয়।



আর পথের কিছু জানা থাকলে আগেই বলে দাও। -হু.